ডায়মণ্ড কমিকস্

DB-28 10.00

প্রাণ

চাচা চৌধরী ও সাবুর বিয়ে

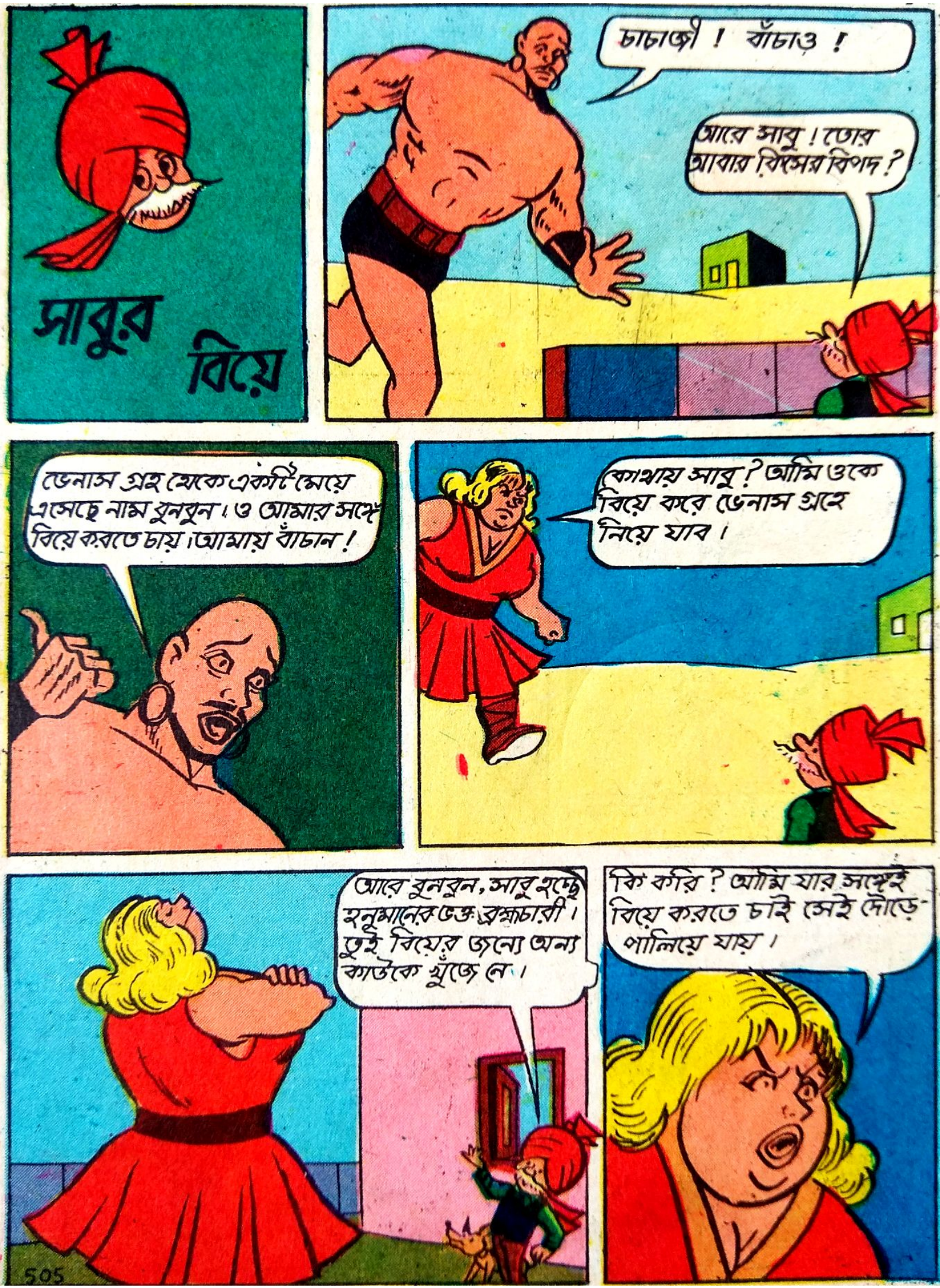
সাবুর বিয়ে
চাচাজী ! বাঁচাও !
আরে সাবু ! তোর আবার কিসের বিপদ ?
ভেনাস গ্রহ থেকে একটি মেয়ে এসেছে নাম বুনবুন। ও আমার সঙ্গে বিয়ে করতে চায়। আমায় বাঁচান !
কোথায় সাবু ? আমি ওকে বিয়ে করে ভেনাস গ্রহে নিয়ে যাব।
আরে বুনবুন, সাবু হচ্ছে হনুমানের ভক্ত ব্রহ্মচারী। তুই বিয়ের জন্যে অন্য কাউকে খুঁজে নে।
কি করি ? আমি যার সঙ্গেই বিয়ে করতে চাই সেই দৌড়ে পালিয়ে যায়।

হুঁ। তার মানে তোমার নক্ষত্রই খারাপ আছে, বুনবুন।
তার মানে?
তার মানে হল এই যে উল্টো গ্রহে বিয়ে করলে সব কাজ উল্টো হবে তুমি বরঞ্চ ফেরৎ চলে যাও।
এটা তোমার কোনও চালাকি নয়তো?
চাচা চৌধরীর বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।
না তুমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখো। আমার কথা মিথ্যা হলে সাবুর বদলে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে করবো।
সাবুকে একপাশে সরিয়ে নিজের বিয়ের ভালো মতলব এঁটেছো, দাঁড়াও তোমাকে মজা চাখাচ্ছি।
বুনবুন, এটা কি?
জল।
ঠিক। সাধারণত জলে আগুন লাগেনা।

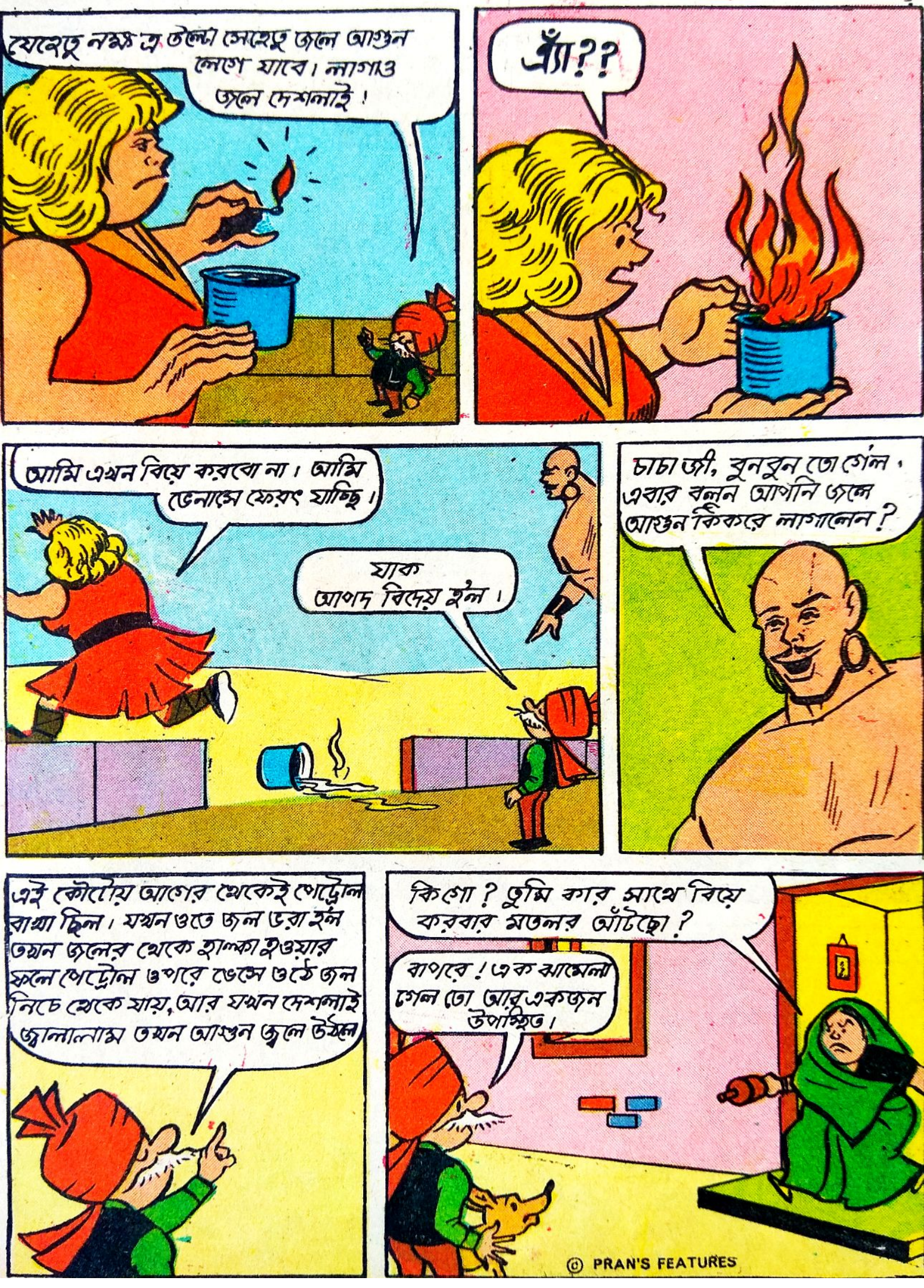
যেহেতু নম্বর ত্র তেলা সেহেতু জলে আগুন লেগে যাবে। লাগাও জলে দেশলাই !
এ্যাঁ??
আমি এখন বিয়ে করবো না। আমি ডেনাসে ফেরৎ যাচ্ছি।
যাক আপদ বিদেয় হ'ল।
চাচা জী, বুনবুন তো গেল। এবার বলুন আপনি জলে আগুন কিকরে লাগালেন?
এই কৌটোয় আগের থেকেই পেট্রোল রাখা ছিল। যখন ওতে জল ভরা হ'ল তখন জলের থেকে হাল্কা হওয়ার ফলে পেট্রোল ওপরে ভেসে ওঠে জল নিচে থেকে যায়, আর যখন দেশলাই জ্বালালাম তখন আগুন জ্বলে উঠল
কিগো? তুমি কার সাথে বিয়ে করবার মতলব আঁটছো?
বাপরে! এক ঝামেলা গেল তো আর একজন উপস্থিত।
© PRAN'S FEATURES

জাদুর রহস্য
একবার শহরে তাশের খেলা দেখাতে এক জাদুকর এল। ওর কারসাজী দেখতে সমস্ত শহরের লোক এল।
তাশের জাদু
চাচাজী, এই ক্যামেরাটা কিজন্যে নিয়ে যাচ্ছেন?
আরে ভাই, জাদুকর সাহেবের হয়তো ফোটো তুলতে হতে পারে।
শোর টিকিট বুকিং কাউন্টারে...
দাদা, সোয়া-সোয়া-টাকার দুটো টিকিট দিন
টিকিট
পাঁচ টাকার থেকে কম দামে কোনও টিকিট নেই।
আরে, তোমরা যে পাব্লিককে লুটছো। আচ্ছা পাঁচ-পাঁচ টাকার টিকিটই দাও। তাশের খেলা তো আমরা দেখবোই
টিকিট
তাই বলো!
শো শুরু হল।
দর্শকগণ, আজ পর্য্যন্ত সব জাদুকর আপনাদের তাশের একটা পাতা টানতে বলতো আর না দেখে ওর নাম বলতো। কিন্তু আমি সব তাশ আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব তারপর না দেখে বলবো যে কার কাছে কোন তাশ আছে। এই ভাবে আমি একএক বারে বাহান্নটা তাশেরই নাম বলে দেব।
বাহ
বা:! বা:!
আশ্চর্য ব্যাপার!
এই জন্যেই ওর শোর টিকিটের এত দাম।

দর্শকগণ এই ফেললাম তাশের গাড্ডি সবাই একটা করে নিয়ে নিন

সকলে কাড়াকাড়ি করে তাশ ধরা শুরু করলো আর একটা করে তাশ সকলে নিয়ে নিল।

বেড়ি! আমি জানিনা যে কোন তাশ কার কাছে গেছে। এবার এক কাজ করে দর্শক দাঁড়িয়ে নিজের তাশের নাম আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি জাদুবলে তাশের নাম বলবো।

বলুন, আমার কাছে কোন তাশ আছে?

আপনার কাছে আছে ফুইতনের পাঞ্জা।

বাহ!

ঠিক

বাহ!

বাহ!

এবার বলুন আমার কাছে কোনটা আছে?

আপনার কাছে ইস্কাবনের সাহেব আছে।

বাহ!

বাহ!

চাচাজী! সত্যি সত্যি কি জাদুকর জাদুবলে সব কিছু বলে দিচ্ছি।

না। আমার একটু গোলমাল লাগছে। ও জনতাকে বেকুব বানিয়ে লুটছে। আমায় কিছু করতে হবে।

দর্শকদের ভীড়ের পেছনে ওই ভাঙা বাড়ির একটা জানলা খোলা আছে। নিশ্চই সেখানেই কোনও রহস্য আছে। তুমি দাঁড়াও এখানে আমি দেখে আসি।

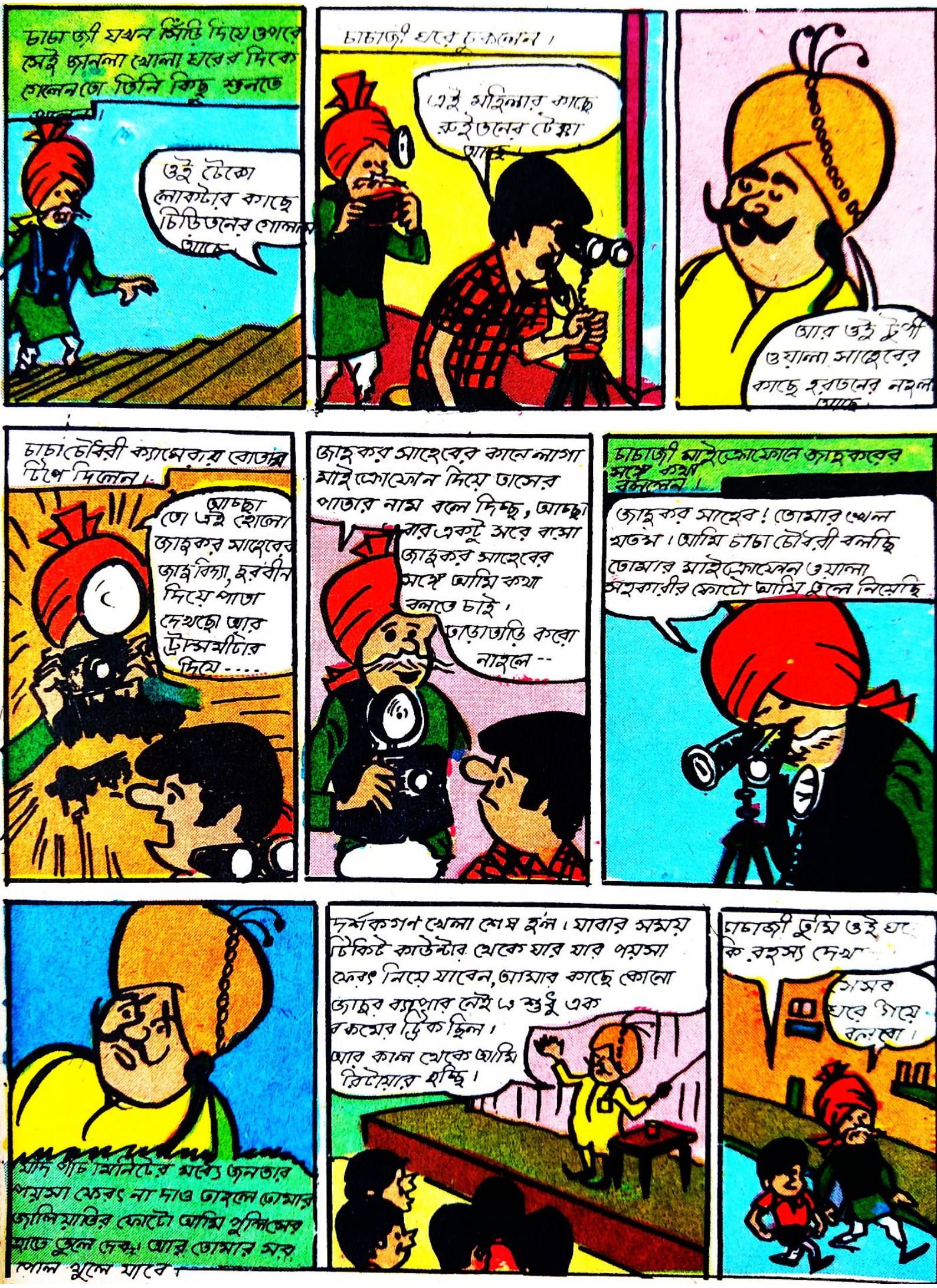
চাচাজী যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সেই জানলা খোলা ঘরের দিকে গেলেন তো তিনি কিছু শুনতে পেলেন।
ওই টেকো লোকটার কাছে চিড়িতনের গোলাম আছে।
চাচাজী ঘরে ঢুকলেন।
এই মহিলার কাছে রুইতনের টেক্কা আছে।
আর ওই টুপী ওয়ালা সাহেবের কাছে হরতনের নহলা আছে।
চাচা চৌধরী ক্যামেরায় বোতাম টিপে দিলেন।
আচ্ছা তো এই হোলো জাদুকর সাহেবের জাদুবিদ্যা, দুরবীন দিয়ে পাতা দেখছো আর ট্রান্সমিটার দিয়ে ....
জাদুকর সাহেবের কানে লাগা মাইক্রোফোন দিয়ে তাসের পাতার নাম বলে দিচ্ছ, আচ্ছা বার একটু সরে বসো জাদুকর সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। তাড়াতাড়ি করো নাহলে --
চাচাজী মাইক্রোফোনে জাদুকরের সঙ্গে কথা বললেন।
জাদুকর সাহেব! তোমার খেল খতম। আমি চাচা চৌধরী বলছি তোমার মাইক্রোফোন ওয়ালা সহকারীর ফোটো আমি তুলে নিয়েছি
যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে জনতার পয়সা ফেরৎ না দাও তাহলে তোমার জালিয়াতির ফোটো আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব। আর তোমার সব পোল খুলে যাবে।
দর্শকগণ খেলা শেষ হল। যাবার সময় টিকিট কাউন্টার থেকে যার যার পয়সা ফেরৎ নিয়ে যাবেন, আমার কাছে কোনো জাদুর ব্যাপার নেই এ শুধু এক রকমের ট্রিক ছিল। আর কাল থেকে আমি রিটায়ার হচ্ছি।
চাচাজী তুমি ওই ঘরে কি রহস্য দেখ...
সবার ঘরে গিয়ে বলবো।

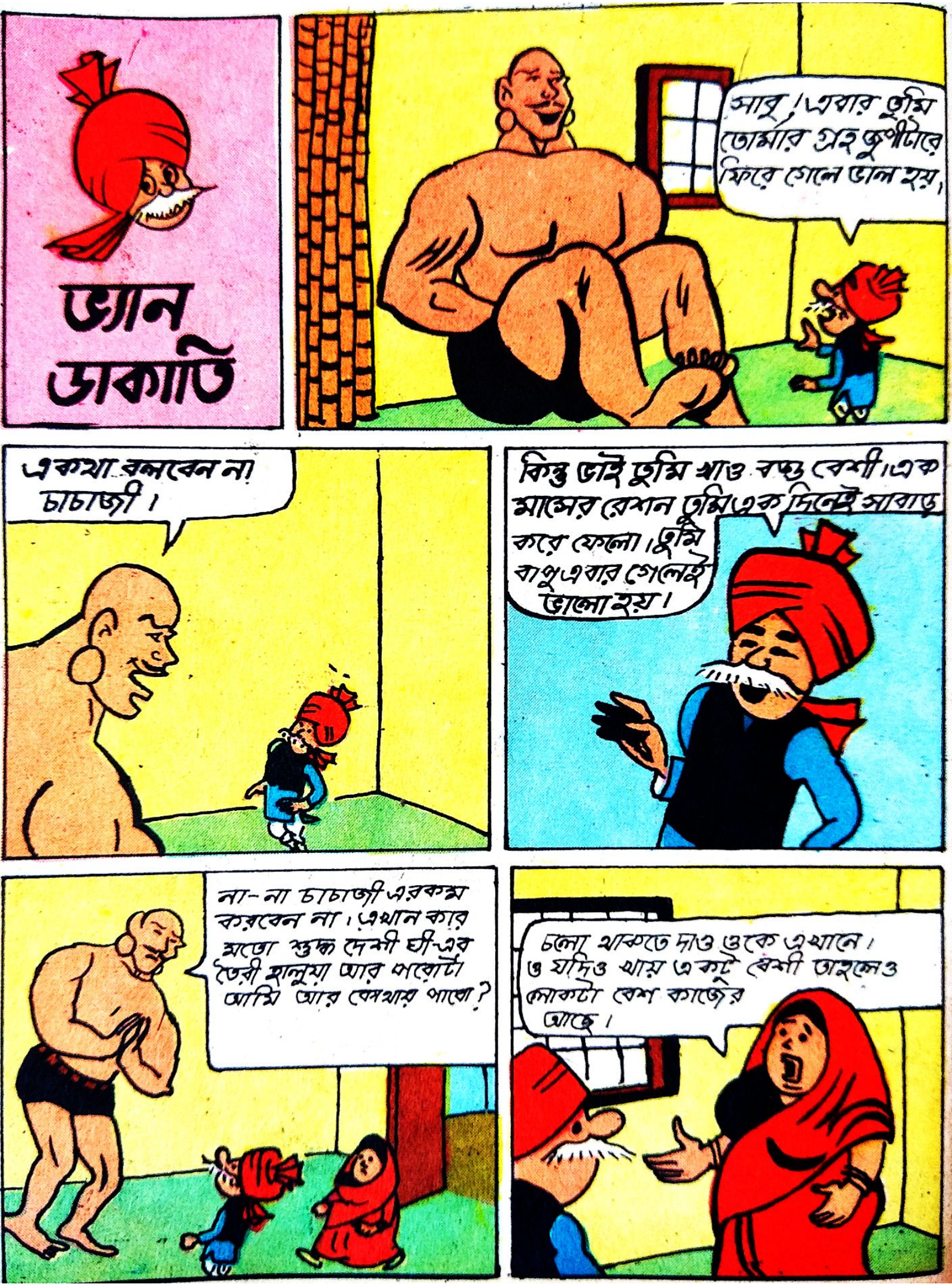
জ্যান ডাকাতি
সাবু! এবার তুমি তোমার গ্রহ জুপীটারে ফিরে গেলে ভাল হয়।
একথা বলবেন না চাচাজী।
কিন্তু ভাই তুমি খাও বড্ড বেশী। এক মাসের রেশন তুমি এক দিনেই সাবাড় করে ফেলো। তুমি বাপু এবার গেলেই ভালো হয়।
না-না চাচাজী এরকম করবেন না। এখানকার মতো শুদ্ধ দেশী ঘী-এর তৈরী হালুয়া আর পরোটা আমি আর কোথায় পাবো?
চলো থাকতে দাও ওকে এখানে। ও যদিও খায় একটু বেশী তাহলেও লোকটা বেশ কাজের আছে।

তখনই
চাচাজী, আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন
আপনার পরিচয় ?
আমি কাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আমাদের ব্যাঙ্কের গাড়ী যখন লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ট্রেজারীতে জমা করতে যায় তখন কিছু ডাকাত রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে সব টাকা লুটে নেয়।
আরে ভাই তুমি ব্যাঙ্কের গাড়ীতে সিকিউরিটি গার্ড বসিয়ে রাখ না কেন ?
আপনি কি মনে করেন যে আমরা গাড়ীতে গার্ড দিইনা! ওই বদমাশ গুলো গার্ডদের কোনও সুযোগ না দিয়েই গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়।
ঠিক আছে আজ যে গাড়ী টাকা নিয়ে যাবে তার ড্রাইভার আমি হব।
এই হ'ল কথা।
চাচা চৌধুরী ব্যাঙ্কের গাড়ী নিয়ে ট্রেজারীর দিকে এগিয়ে চললেন
আরে! আগে দেখছি ড্রাম ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছে।

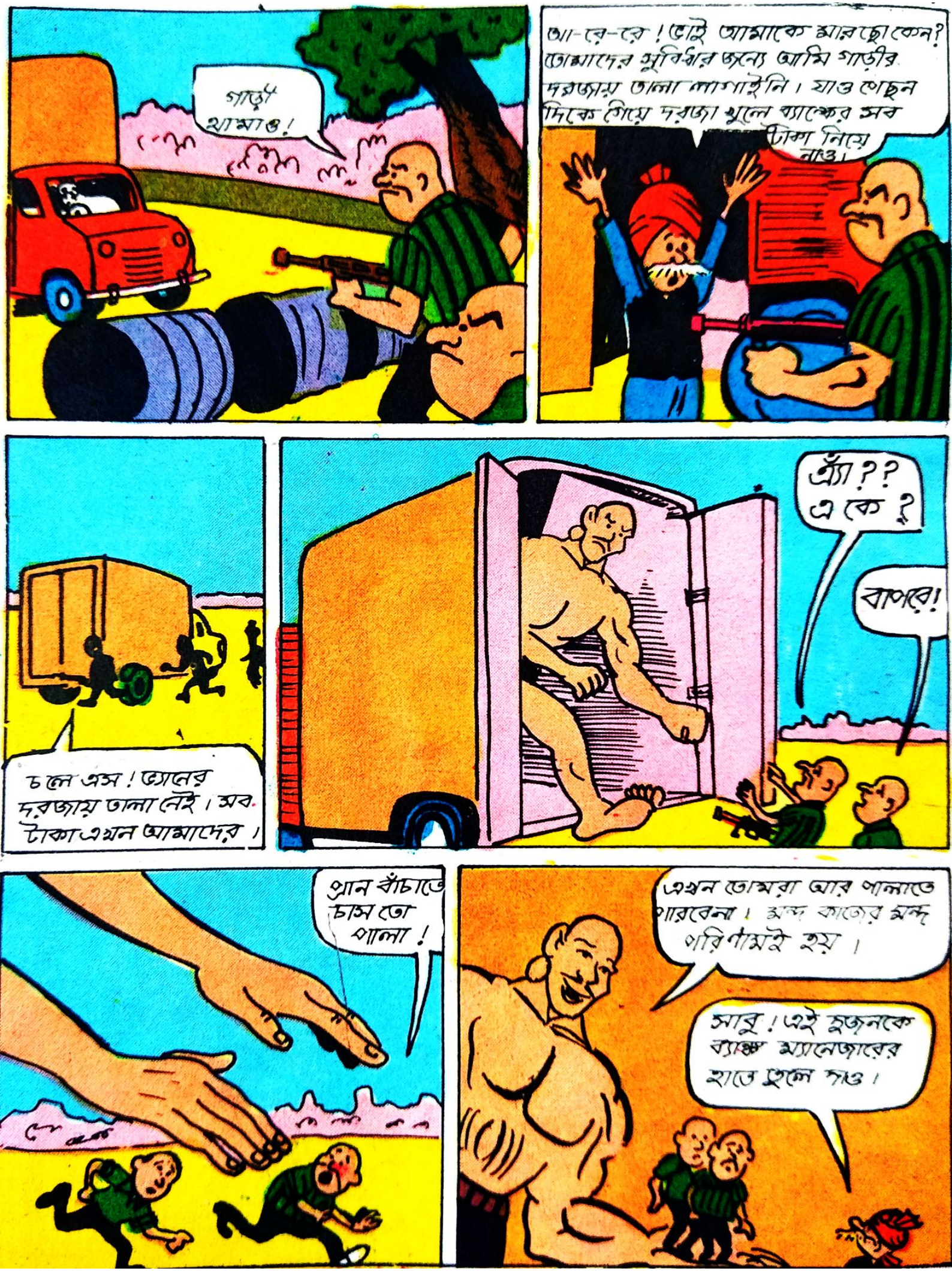
গাড়ী থামাও!
আ-রে-রে! ভাই আমাকে মারছো কেন? তোমাদের সুবিধার জন্যে আমি গাড়ীর দরজায় তালা লাগাইনি। যাও পেছন দিকে গিয়ে দরজা খুলে ব্যাঙ্কের সব টাকা নিয়ে নাও।
চলে এস! ভ্যানের দরজায় তালা নেই। সব টাকা এখন আমাদের।
এ্যাঁ?? এ কে?
বাপরে!
প্রান বাঁচাতে চাস তো পালা!
এখন তোমরা আর পালাতে পারবেনা। মন্দ কাজের মন্দ পরিণামই হয়।
সাবু! এই সুজনকে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হাতে তুলে দাও।

লোভের ফল
গিন্নী, আমি ষাঠ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে যাচ্ছি।
একটু সাবধানে যেও। আজকাল চোর ছ্যাঁচোর অনেক থাকে
শুনলাম চাচা চৌধুরী ষাঠ হাজার টাকা নিয়ে আসছে। চলো গিয়ে ছিনিয়ে আনি।
ওহো!
আমি চাচা চৌধুরীকে আগে থেকেই সাবধান করে দিই।
চাচাজী, রাস্তার মোড়ে চারটে গুণ্ডা তোমার টাকা ছিনিয়ে নেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।
কি বললে, চারজন গুণ্ডা? তাহলে কোনও ভয় নেই। একজন হলে সত্যি ভয়ের কথা ছিল।
ওই যে যাচ্ছে। ওকে ধরো এখানেই
টাকার ব্যাগটা এদিকে দাও।
একটু চঁসচালেই গুলি কোরবো। সাবধান।

এই ব্যাগটা বড় সহজেই আমরা পেয়ে গেছি। চলো কেটে পড়ি
উঁ উঁ উঁ
আরে ও তো কাঁদছে।
কি ভাই কাঁদছো কেন? টাকার কথা মনে পড়ছে?
না, আমি এই জন্যে কাঁদছি যে এই ষাঠ হাজার টাকায় তোমাদের চার জনের কি হবে? মাত্র পনের হাজার টাকা মাথাপিছু পাবে। যদি তোমরা তিনজন হতে তাহলে কুড়ি হাজার টাকা এক এক জন পেতে।
এতো ঠিক কথাই বলছে
কেননা আমরা এই চতুর্থ লোকটাকে মেরে ফেলি
ঠিক আছে বাকী টাকা আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব।
ওফ!
টিশুম!
কি হলো, আবার কাঁদছো কেন?
আমি ভাবছি তোমরা তিনজনের বদলে দুজন থাকলে সোজাসুজি তিরিশ হাজার টাকা করে পেতে।
ইয়ার ও তো ঠিক কথা বলছে। কেননা আমরা এই গোপওয়ালা লোকটাকে মেরে ফেলি?
ভাল কথা।
আহ!

আরে ও আবার কাঁদছে কেন? এবার কি হলো?
তুমি শুধু ত্রিশহাজার টাকা পাবে। কেননা কোন কায়দা করো যাতে পুরো ষাট হাজার টাকা তুমি পেয়ে যাও।
তুমি এদিকে একটা এস তো বলি।
ব্যস, ব্যস আমি বুঝে গেছি বাকীকাজ আমার বন্দুক করবে।
খবরদার, ওখানেই থাক। আমি আগেই বুঝেছি যে তোমরা আমাকে মেরে সব টাকা হাতাবার ষড়যন্ত্র করেছো। এখন আমি তোমাকে মারবো।
দেখি কে কাকে মারে? আমার অব্যর্থ নিশানা থেকে কে তোমাকে বাঁচায়।
ঠাশ!
ঠাশ
আঃ! আমার বুকে গুলি লেগেছে।
আ--আমি! ম-মরলাম।
চারদিকেই মারছে। একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে জমা করে আসি টাকাটা না হলে আবার কোনও ঝামেলা না এসে পড়ে।

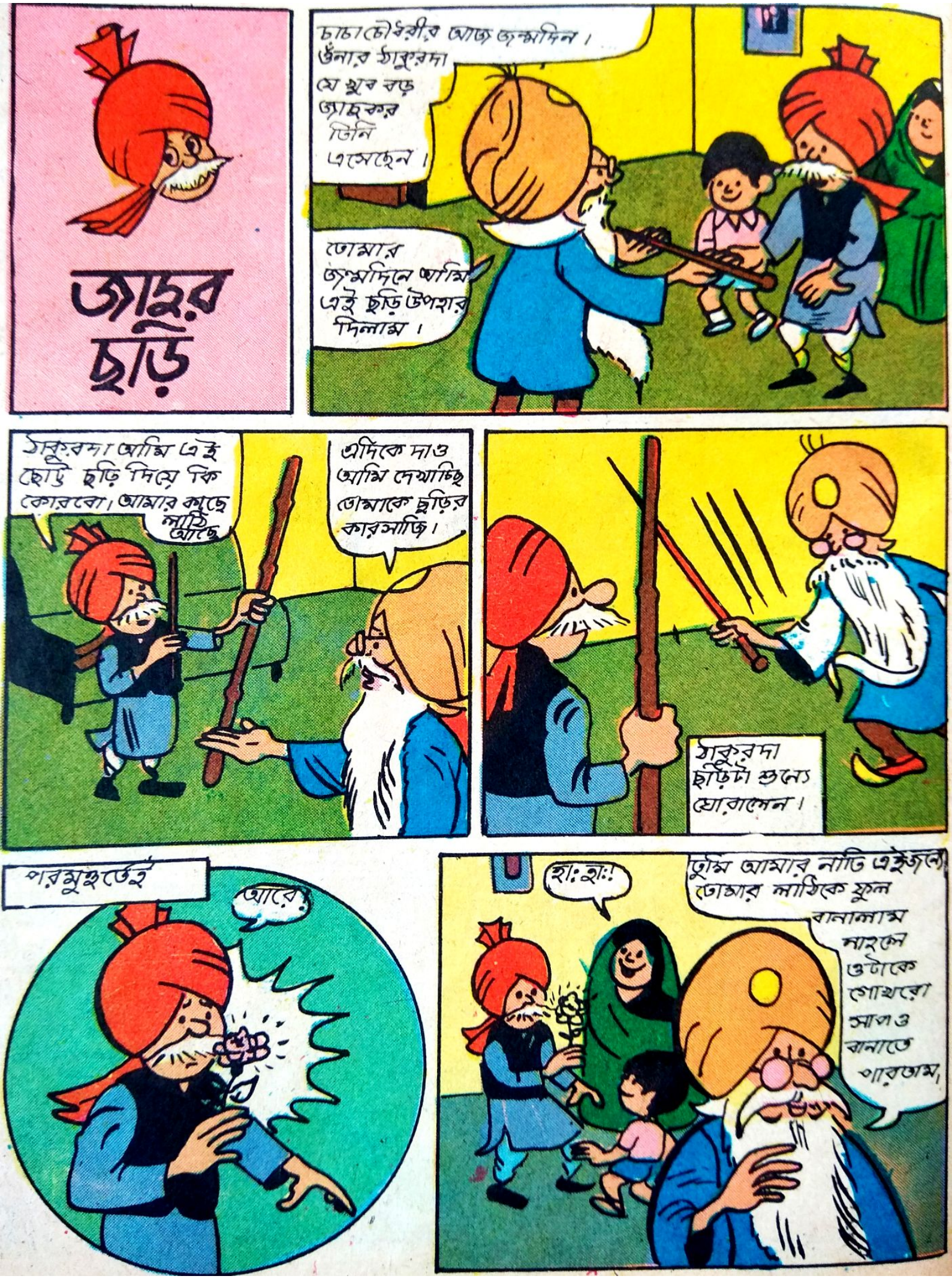
জাদুর ছড়ি
চাচা চৌধুরীর আজ জন্মদিন। ওঁনার ঠাকুরদা যে খুব বড় জাদুকর তিনি এসেছেন।
তোমার জন্মদিনে আমি এই ছড়ি উপহার দিলাম।
ঠাকুরদা আমি এই ছোট্ট ছড়ি দিয়ে কি কোরবো। আমার কাছে লাঠি আছে
এদিকে দাও আমি দেখাচ্ছি তোমাকে ছড়ির কারসাজি।
ঠাকুরদা ছড়িটা শুন্যে ঘোরালেন।
পরমুহূর্তেই
আরে!
হা: হা:!
তুমি আমার নাতি এইজন্যে তোমার লাঠিকে ফুল বানালাম নাহলে ওটাকে গোখরো সাপও বানাতে পারতাম।

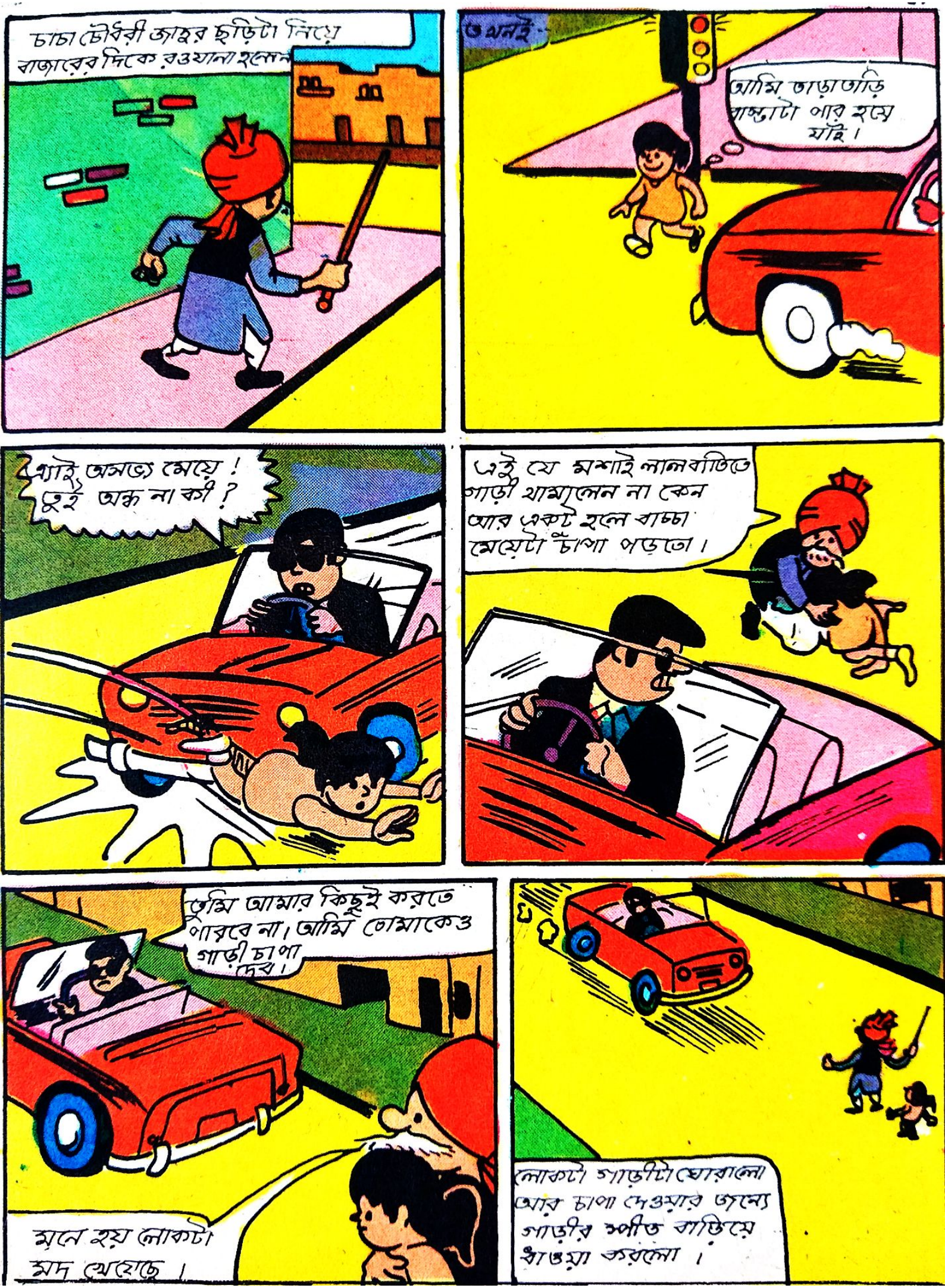
চাচা চৌধুরী জাদুর ছড়িটা নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন
ও ঘনই
আমি তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে যাই।
এ্যাই অসভ্য মেয়ে! তুই অন্ধ না কী?
এই যে মশাই লালবাতিতে গাড়ী থামালেন না কেন আর একটু হলে বাচ্চা মেয়েটা চাপা পড়তো।
তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকেও গাড়ী চাপা দেব।
মনে হয় লোকটা মদ খেয়েছে।
লোকটা গাড়ীটা ঘোরালো আর চাপা দেওয়ার জন্যে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে হাওয়া করলো।

তুমি সহজে মানবে না। তোমাকে আকাশে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবো
চাচা চৌধুরী নিজের জাদুর ছড়ি ঘোরালেন
দেখো! লোকটা গাড়ী সমেত ওপরে ঝুলছে!
বাবারে! আমার ভয় লাগছে। আমায় ক্ষমা করো নীচে নামাও।
ততক্ষন না তুমি এই ছোট মেয়েটার থেকে ক্ষমা চাইছো ততক্ষণ এইভাবে ঝুলতে থাকবে।
ছাড়ুন ছাড়ুন মেয়ে আমায় ক্ষমা করো! এখন থেকে আমি কোনও বাচ্চাকে গালাগালি দেব না।
চাচা চৌধুরী আবার ছড়ি ঘোরালেন।
চলো তোমাকে বাড়ী ছেড়ে আসি। কি নাম তোমার?
টিঙ্কু।

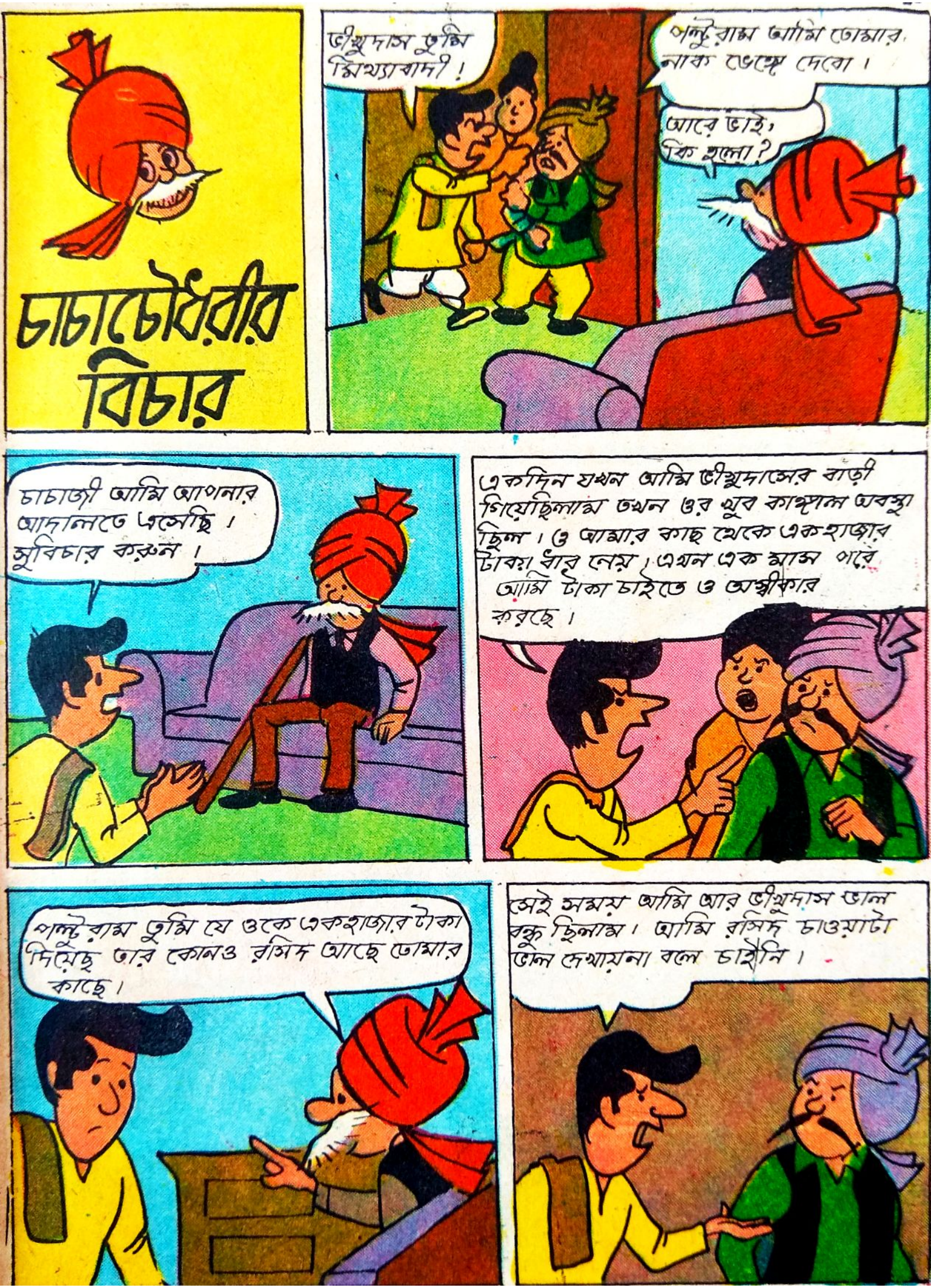
চাচাচৌধুরীর বিচার
ভীখুদাস তুমি মিথ্যাবাদী!
পল্টুরাম আমি তোমার নাক ভেঙ্গে দেবো।
আরে ভাই, কি হলো?
চাচাজী আমি আপনার আদালতে এসেছি। সুবিচার করুন।
একদিন যখন আমি ভীখুদাসের বাড়ী গিয়েছিলাম তখন ওর খুব কাঙ্গাল অবস্থা ছিল। ও আমার কাছ থেকে একহাজার টাকা ধার নেয়। এখন এক মাস পরে আমি টাকা চাইতে ও অস্বীকার করছে।
পল্টুরাম তুমি যে ওকে একহাজার টাকা দিয়েছ তার কোনও রসিদ আছে তোমার কাছে।
সেই সময় আমি আর ভীখুদাস ভাল বন্ধু ছিলাম। আমি রসিদ চাওয়াটা ভাল দেখায়না বলে চাইনি।

কি ভাই ভীখুদাস! তুমি পল্টুরামের পয়সা ফেরৎ দিচ্ছনা কেন?
চাচাজী, কি বলছেন, আমি যখন পয়সা নিইনি তখন ফেরৎ দেবো কেন?
দিদি আপনি সত্যি কথা বলুন, আপনিই সাক্ষী। পল্টুরাম কি ভীখুদাসকে পয়সা দিয়েছিল দিয়েছিল?
না, দেয়নি!
চাচাজী ও ভীখুদাসের বৌ কাজেই মিথ্যা কথা বলছে। আমি এর সামনেই পয়সা দিয়েছিলাম।
এ তো বড় গড়বড় মামলা সব কিছুতে জট লেগে গেছে।

ওখানে কি আর কেউ উপস্থিত ছিল ?
একটা টিয়া পাখি কিন্তু সেটাও ভীখুদাসের ।
ওই টিয়াটাই আন
এক্ষুনি আনছি
কিছুক্ষণ পরে
এই হলো আমার মিঠুরাম
মিঠুরাম তোমার মালিক তোমার মালকিন কে কি বলতেন ?
পল্টুরামকে আমি কোনও রসিদ দিইনি-দিইনি --আমি পয়সা দিতে অস্বীকার করবো-- করবো--হাজার টাকা হজম--
এবার বলো ভীখুদাস ! মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পারে, কিন্তু পাখি বলতে পারেনা
আমি পয়সা নিয়েছিলাম স্বীকার করছি ।
© PRAN'S FEATURES NEW DELHI 28

চাচা চৌধরীর বাঁদর

একদিন যখন চাচাচৌধরী একটা বাঁদরের বাচ্চা নিয়ে ঘরে এলেন তাকে দেখে চাচীর মাথা গরম
এসব কি বোকামী? এই আকার বাজারে নিজেদের খাওয়া জোটেনা, ওকে কি খেতে দেবে?

আরে গিন্নী! কিছু আমাকেও বলতে দাও। বাজীকর রুল্লুর বাঁদরীর বাচ্চা হয়েছে। আমার এটাকে খুব ভাল লাগলো তাই নিয়ে এলাম।

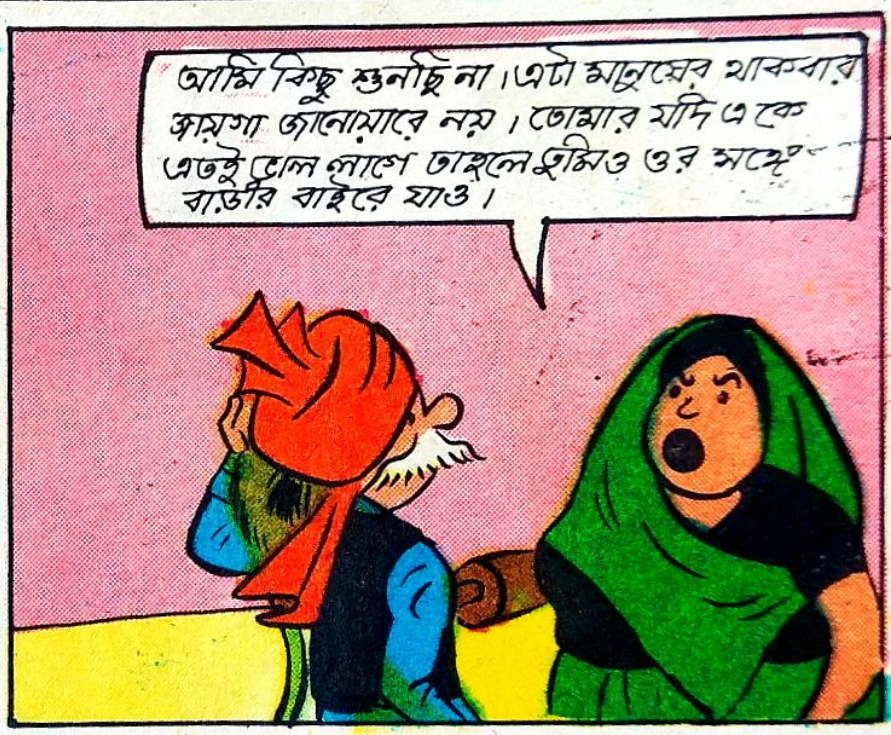
আমি কিছু শুনছি না। এটা মানুষের থাকবার জায়গা জানোয়ারে নয়। তোমার যদি এ কে এতই ভাল লাগে তাহলে তুমিও ওর সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাও।

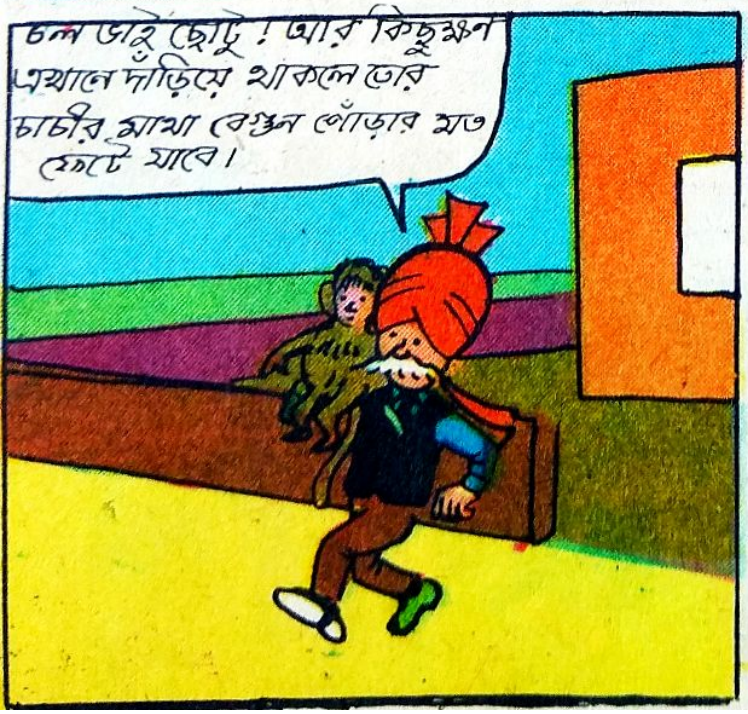
চল ভাই ছোটু! আর কিছুক্ষন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোর চাচীর মাথা বেগুন পোঁড়ার মত ফেটে যাবে।

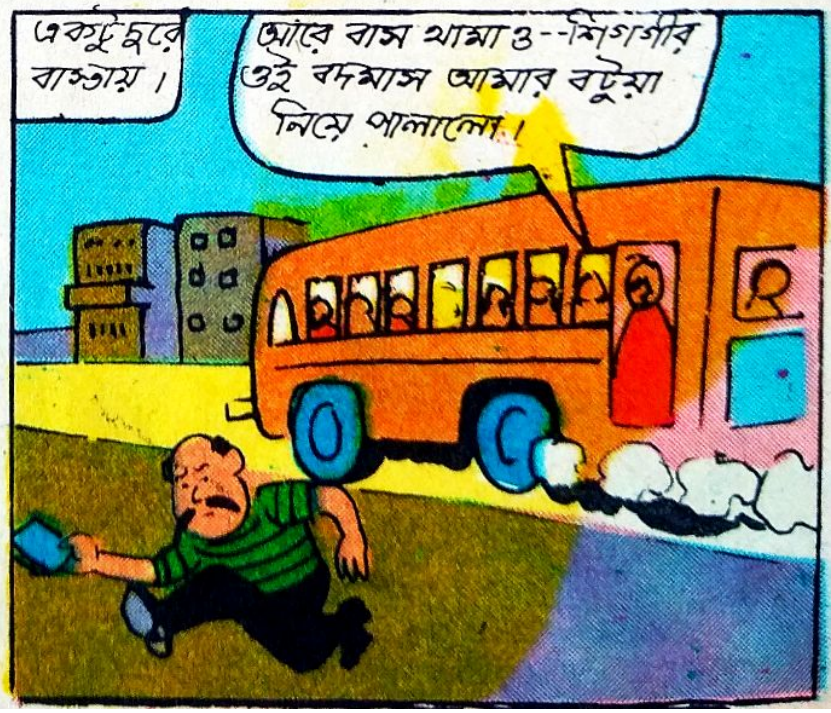
একটু দূরে রাস্তায়।
আরে বাস থামাও--শিগগীর ওই বদমাস আমার বটুয়া নিয়ে পালালো।

বাস পালালো
হায়-হায় আমার বুটুয়া ওতে পুরো এক হাজার টাকা ছিল।
সেঠজী ধৈর্য্য রাখুন।
ছোটু দ্যাখ ওই বদমাসটা যেন বুটুয়া নিয়ে পালাতে না পারে।
ছোটু কাজ শুরু করে দিল ও টেলিফোনের খুঁটিতে উঠে পড়লো।
তারপর অনেকক্ষণ তারের ওপর দিয়ে দৌড়াতে থাকলো
তারপর উঁচু-উঁচু বাড়ী পার করে বহুদূর চলে গেল।
এখন আর কেউ তাড়া করছে না। এই গাছের নীচে একটু বিশ্রাম করে নিই।
বুটুয়াটা বেশ ভারী আছে।

আ-রে-রে-রে এই বুড়ো ছিনিয়ে কোথায় যাচ্ছিস
ও পিস্তল বার করলো।
হাতে আসা মাল এমনিই ছেড়ে দেবনা গুলি করে ঝাঝরা করে দেবো।
বাঁদরের বাচ্চাটা ওই বাড়ীতে ঢুকলো ওকে আমি ওখানেই আটকে ফেলবো।
আরে! আমি কোথায় এলাম? এতো পুলিস থানা!
ধরে ফেলো শয়তানটাকে। হাজতে ঢুকিয়ে দাও।
সেঠজীর বুড়ো পাওয়া গেছে। চল বাড়ী যাই এতক্ষণে তোর চাচীর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে
PRAN'S FEATURES, NEW DELHI-28

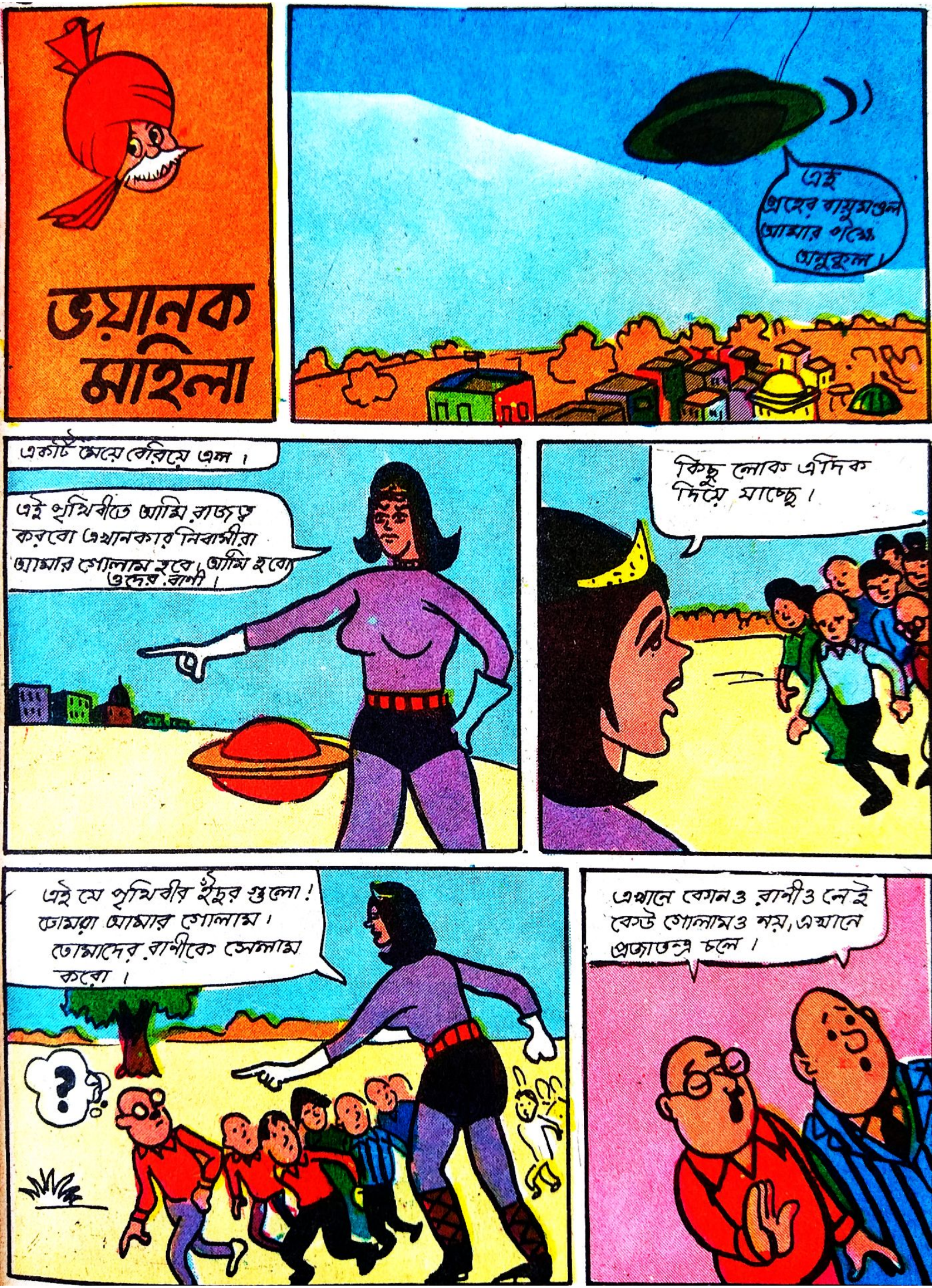
ভয়ানক মহিলা
এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল আমার পক্ষে অনুকূল।
একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।
এই পৃথিবীতে আমি রাজত্ব করবো এখানকার নিবাসীরা আমার গোলাম হবে, আমি হবো ওদের রাণী।
কিছু লোক এদিক দিয়ে যাচ্ছে।
এই যে পৃথিবীর ইঁদুর গুলো! তোমরা আমার গোলাম। তোমাদের রাণীকে সেলাম করো।
?
এখানে কোনও রাণীও নেই কেউ গোলামও নয়, এখানে প্রজাতন্ত্র চলে।

তোমাদের এতো সাহস!
তোমাদের ধৃষ্টতার সাজা তো দেবো।
যে আমার হুকুম মানবে না তাঁর এই অবস্থাই হবে।
ঠক্কর!
আরে বাপরে পালাও চাচা-চৌধরীকে ডেকে আনো
লোকেরা চাচা-চৌধরীকে গিয়ে সব কথা বললো।
আমি ওই মহিলাকে হারাতে পারি কিন্তু আমার আদর্শ হল যে আমি মেয়ে লোকের গায়ে হাত তুলিনা। কাজেই আমি নিরুপায়।
কিন্তু চাচাজী, আপনাকে কিছু করতেই হবে। ওই মেয়েটা খুবই নিষ্ঠুর, একদিন ও পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেলবে।
ঠিক আছে আমি ওকে শক্তি নয়, বুদ্ধি দিয়ে হারাবো
চাচা চৌধরী ওখানে গেলেন।
তুমি আমার সাথে লড়তে এসেছো? হা: হা: মশা কোথাকার।

না আমি তোমার সাথে মোকাবিলা করতে আসিনি। আমি মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলিনা। তোমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এমি জিতে গেলে আমরা সবাই তোমার গোলাম হব আর তুমি হবে আমাদের রাণী।

ঠিক আছে। কোথায় আছে তোমার বৌ? আমি এক্ষুনি ওর ঝুঁটি ফাটাচ্ছি।

ওই যানে। ওই ওই জলের মধ্যে থাকে

ও জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলো।

আমি এক্ষুনি আসছি। এসে তোর হাড় গোড় ভাঙ্গছি। আসছি আমি এক-দুই-তিন

চার

অনেকক্ষণ পরে

আরে ওওপরে ওলোনা যে!

আর ও কখনই আসবে না, জল খুব গভীর ও হয়তো ডুবে গেছে।

ও এমন এক গ্রহ থেকে এসেছে যেখানে জল নেই সুতরাং ও সাঁতার জানে না। ওই দেখো ওর যান নিজের থেকেই ফেরৎ চলে যাচ্ছে।

মিনি জেট
চাচা চৌধুরীর নানা ধরনের জিনিস পত্র বানাবার শখ ছিল।
তোমাদের খেলবার জন্যে ছুটে। মিনি জেট প্লেন এ কটার নাম ন্যাট অন্যটার নাম মিগ।
আহা! চাচাজী এটা আবার কি?
এগুলো কি ব্যাটারীতে চলে?
না প্রেট্রোলে চলে। পেট্রোল দিলেই আসল প্লেনের মতোই উঁচু দিয়ে আর জোরে চলে।
বাঃ বাঃ মজার ব্যাপার বেশ।
বাচ্চারা তোমরা এগুলো চালাও। আমি ততক্ষণে একটু বিশ্রাম করে নিই।

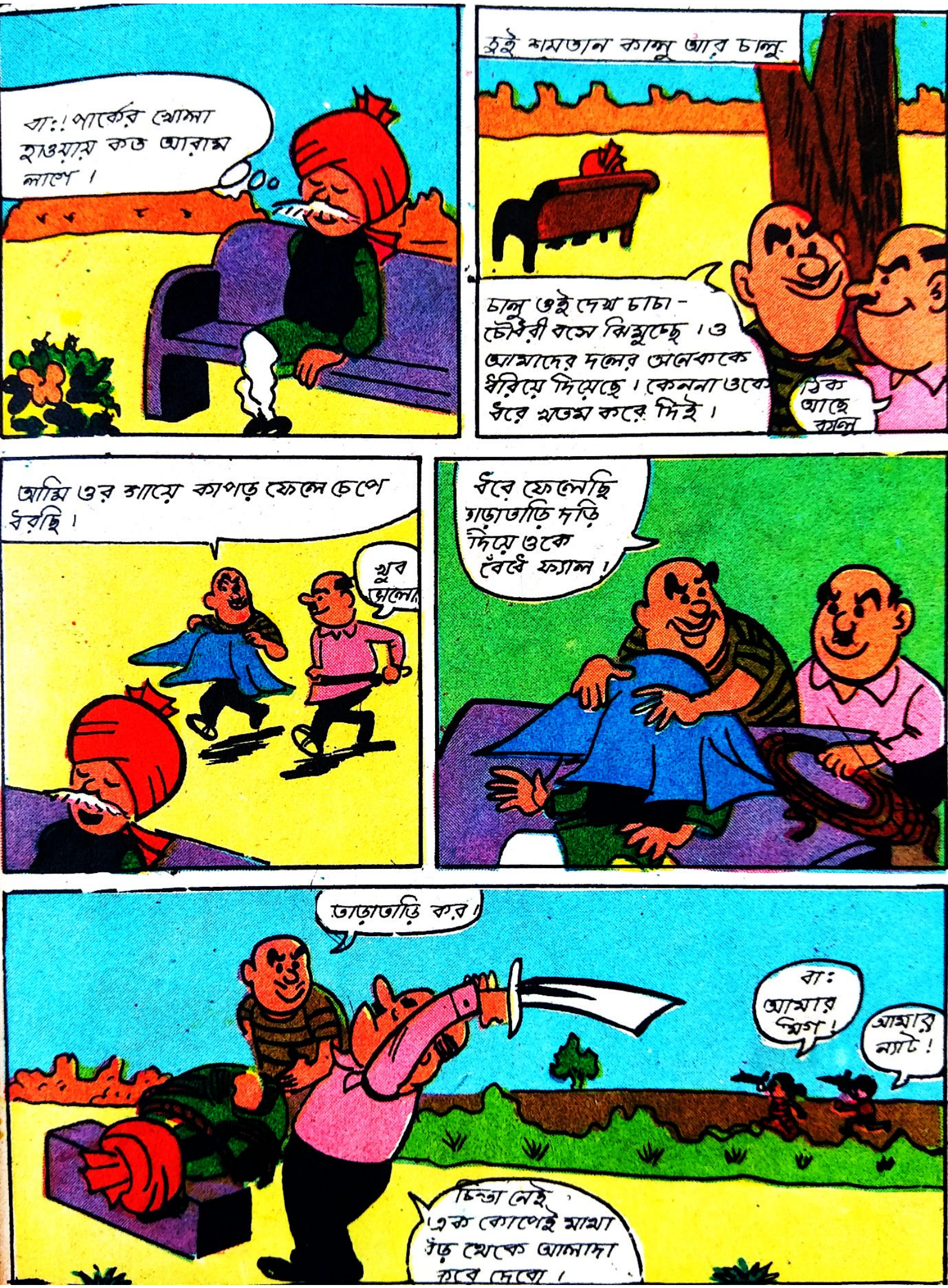
বাঃ! পার্কের খোলা হাওয়ায় কত আরাম লাগে।
দুই শয়তান কাল্লু আর চালু
চালু ওই দেখ চাচা - চৌধুরী বসে ঝিমুচ্ছে। ও আমাদের দলের অনেককে ধরিয়ে দিয়েছে। কেননা ওকে ধরে খতম করে দিই।
ঠিক আছে কাল্লু
আমি ওর গায়ে কাপড় ফেলে চেপে ধরছি।
খুব ভালো
ধরে ফেলেছি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে ফ্যাল।
তাড়াতাড়ি কর।
বাঃ আমার স্লিপ!
আমার ন্যাট!
চিন্তা নেই। এক কোপেই মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দেবো।

ওই দেলো আমার ন্যাট!
আর আমার ফিগও!
ওক!
হায়!
আরে তোমার কাপড়ে আগুন!
তোমার কাপড়েও!
পালাও! পুকুরের দিকে!
দুই বদমাস কাপড়ের আগুন নেভাতে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
ঠাকুজী বদমাস দুটো আমাদের প্লেন সুদ্ধ পুকুরে ঝাঁপ দিল।
কোনও চিন্তা নেই আমি আরও বানিয়ে দেব

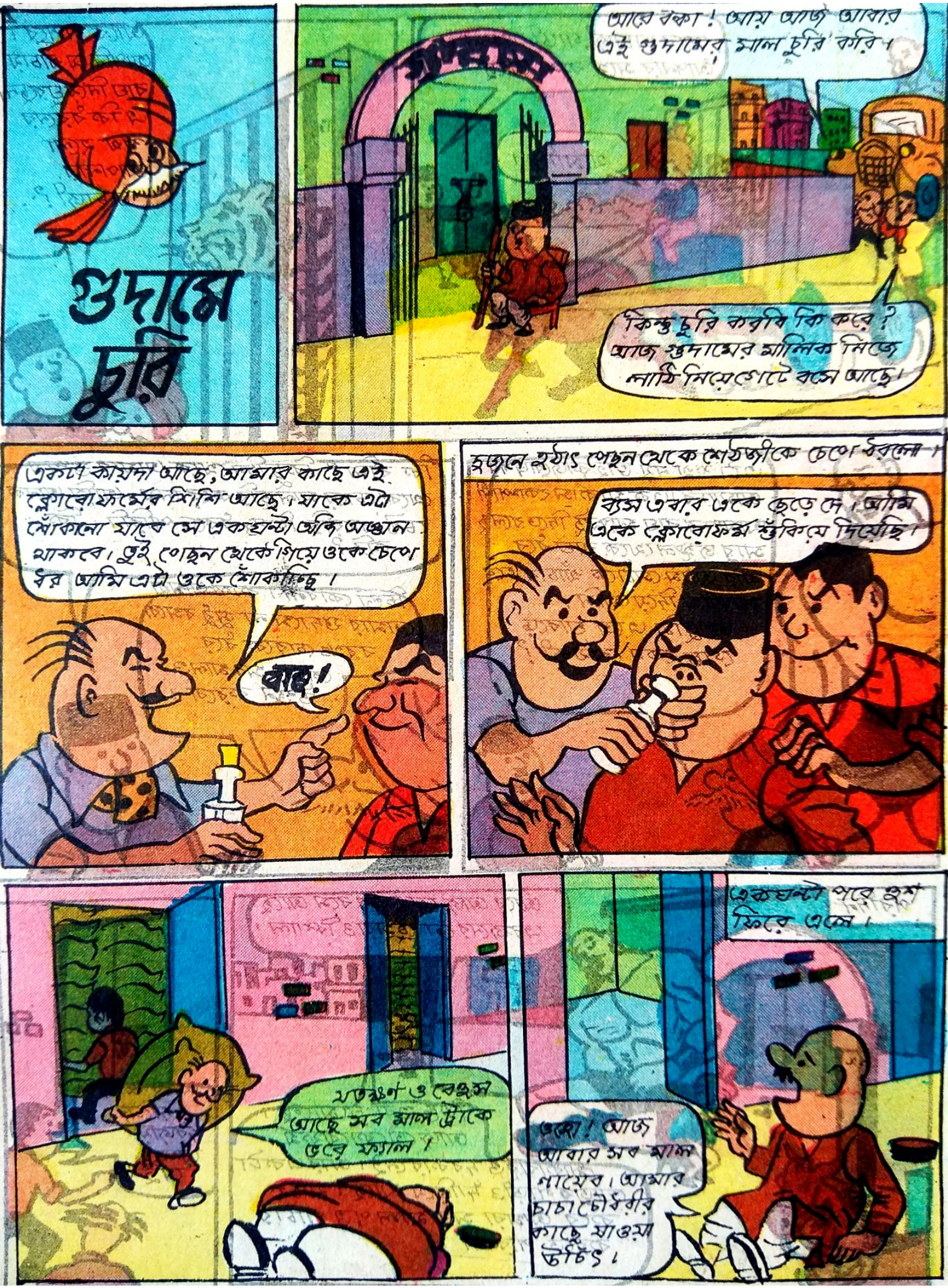
গুদামে চুরি
আরে বক্কা! আয় আজ আবার এই গুদামের মাল চুরি করি।
কিন্তু চুরি করবি কি করে? আজ গুদামের মালিক নিজে লাঠি নিয়ে গেটে বসে আছে।
একটা কায়দা আছে, আমার কাছে এই ক্লোরোফর্মের শিশি আছে। যাকে এটা শোঁকানো যাবে সে এক ঘন্টা অব্দি অজ্ঞান থাকবে। তুই পেছন থেকে গিয়ে ওকে চেপে ধর আমি এটা ওকে শোঁকাচ্ছি।
বাহ!
দুজনে হঠাৎ পেছন থেকে শেঠজীকে চেপে ধরলো।
ব্যস এবার একে ছেড়ে দে। আমি একে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে দিয়েছি।
যতক্ষণ ও বেহুস আছে সব মাল ট্রাকে ভরে ফ্যাল।
এক ঘন্টা পরে হুস ফিরে এলো।
ওহো! আজ আবার সব মাল গায়েব। আমার চাচা চৌধুরীর কাছে যাওয়া উচিৎ।

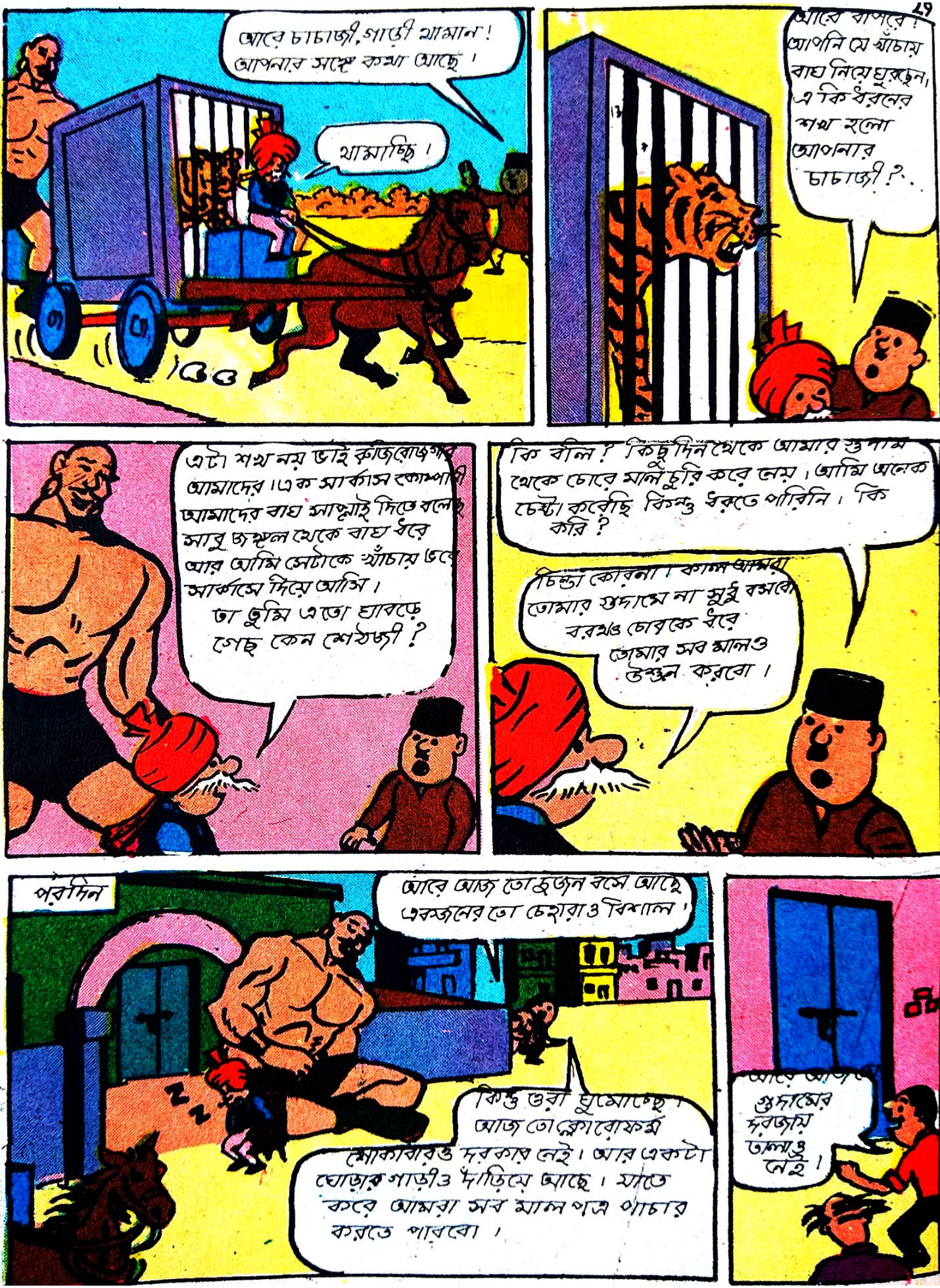
আরে চাচাজী, গাড়ী থামান! আপনার সঙ্গে কথা আছে।
থামাচ্ছি।
আরে বাপরে! আপনি যে খাঁচায় বাঘ নিয়ে ঘুরছেন। এ কি ধরনের শখ হলো আপনার চাচাজী?..
এটা শখ নয় ভাই রুজিরোজগার আমাদের। এক সার্কাস কোম্পানী আমাদের বাঘ সাপ্লাই দিতে বলেছে সাবু জঙ্গল থেকে বাঘ ধরে আর আমি সেটাকে খাঁচায় ভরে সার্কাসে দিয়ে আসি।
তা তুমি এতো ঘাবড়ে গেছ কেন শেঠজী?
কি বলি! কিছু দিন থেকে আমার গুদাম থেকে চোরে মাল চুরি করে নেয়। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ধরতে পারিনি। কি করি?
চিন্তা কোরনা। কাল আমরা তোমার গুদামে না সুধু বসবো বরঞ্চ চোরকে ধরে তোমার সব মালও উদ্ধার করবো।
পরদিন
আরে আজ তো দুজন বসে আছে একজনের তো চেহারাও বিশাল।
কিন্তু ওরা ঘুমোচ্ছে। আজ তো ক্লোরোফর্ম মোকাবিলাও দরকার নেই। আর একটা ঘোড়ার গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে। যাতে করে আমরা সব মাল পত্র পাচার করতে পারবো।
আরে আজ
গুদামের দরজায় তালাও নেই।

তাড়াতাড়ি দরজা খোল আর মাল বার কর।

দরজা খুলতেই

আরে বাপরে! বাঘ!

পালাও!

বাঁচাও! বাঁচাও! মরেছি!

আগে কথা দাও চুরি করা সব মাল ফেরৎ দেবে। শিগগীর বলো!

আমরা শপথ করছি যে গুদামে সব মাল আমরা ফেরৎ দেব। আজ পর্যন্ত যত মাল চুরি করেছি সে সবও ফেরৎ দেব। দয়া করে এই হিংস্র বাঘের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

সাব্! বাঘটাকে ধরে বেঁধে ফ্যাল।

আচ্ছা

একজন চোরাই মাল ফেরৎ আনতে যাবে আর এক জন আমাদের কাছে থাকবে যতক্ষণ না চোরাই মাল ফেরৎ আসে। যদি তুমি কোনও কারচুপি কর ----

তা করবো না। এক্ষুনি মাল আনছি।

© PRAN'S FEATURES NEW DELHI-28

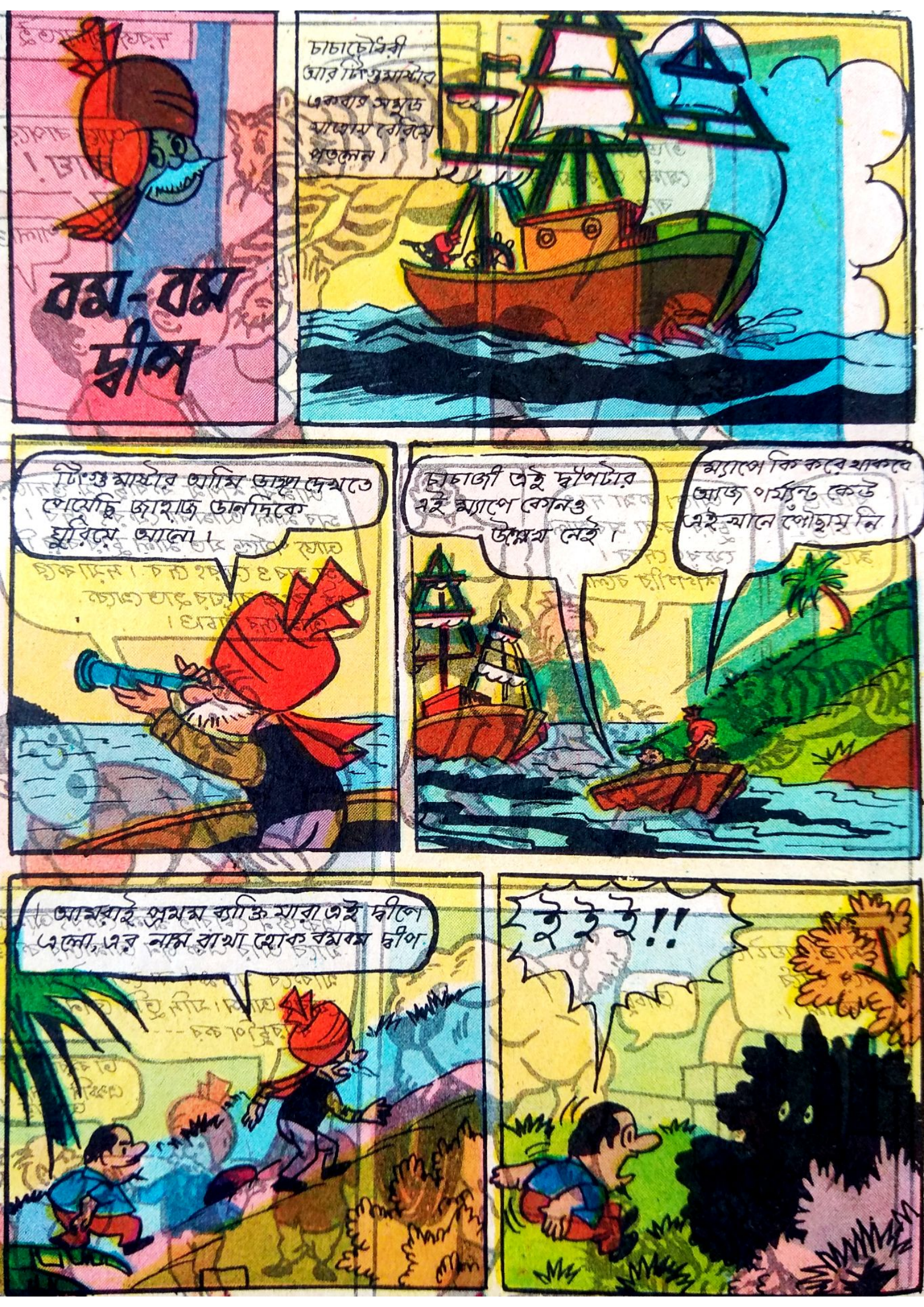
বম-বম দ্বীপ
চাচাচৌধুরী আর টিংটুমাস্টার একবার সমুদ্রে মাছের বেরিয়ে পড়লেন।
টিংটু মাস্টার আমি ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছি জাহাজ ডানদিকে ঘুরিয়ে আনো।
চাচাজী এই দ্বীপটার এই ম্যাপে কোনও উল্লেখ নেই।
ম্যাপে কি করে থাকবে আজ পর্য্যন্ত কেউ এই স্থানে পৌঁছায় নি।
আমরাই প্রথম ব্যক্তি যারা এই দ্বীপে এলো, এর নাম রাখা হোক বমবম দ্বীপ
ইইইই!!

আরে ভাই তুমি সেই হও বাইরে এস। আমরা তোমার বন্ধু।

আপনার পরিচয়?

আমি এয়ার ফোর্সের পাইলট। একটা প্লেনে যাচ্ছিলাম, এই দ্বীপে ভেঙ্গে পড়ি।

এখানকার আদিবাসীরা খুবই হিংস্র। এখন পর্যন্ত আমি লুকিয়ে থেকে এখান থেকে বাইরে যাবার রাস্তা খুজেছি কিন্তু সফল হইনি।

ঢু: ঢুলা-হু-হু!!

এটা কিসের আওয়াজ?

আদিবাসীদের সর্দার এদিকে আসছে।

তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়। নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।

হু-হু! ওইযে বিদেশীরা---- ধরো - মারো --!

ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে। এখন প্রাণ বাঁচানো মুশকিল।

চিন্তা কোরনা। আমার মাথায় একটা কায়দা এসেছে।

চাচা চৌধুরী নিজের পাগড়ী খুললেন।
ওরা খুব কাছে এসে পড়েছে।
এই পামরটা আমার পাগড়ীতে রাখ।
হু-উ-উ-শ---শা
ওফ!
ধপাস
ওদের ধাক্কা সামলাতে দেরী হবে। তাড়াতাড়ি এস!
চাচা সাহেব আপনি আমাকে নির্জন দ্বীপ থেকে বাঁচালেন। ধন্যবাদ।

ডাকাত

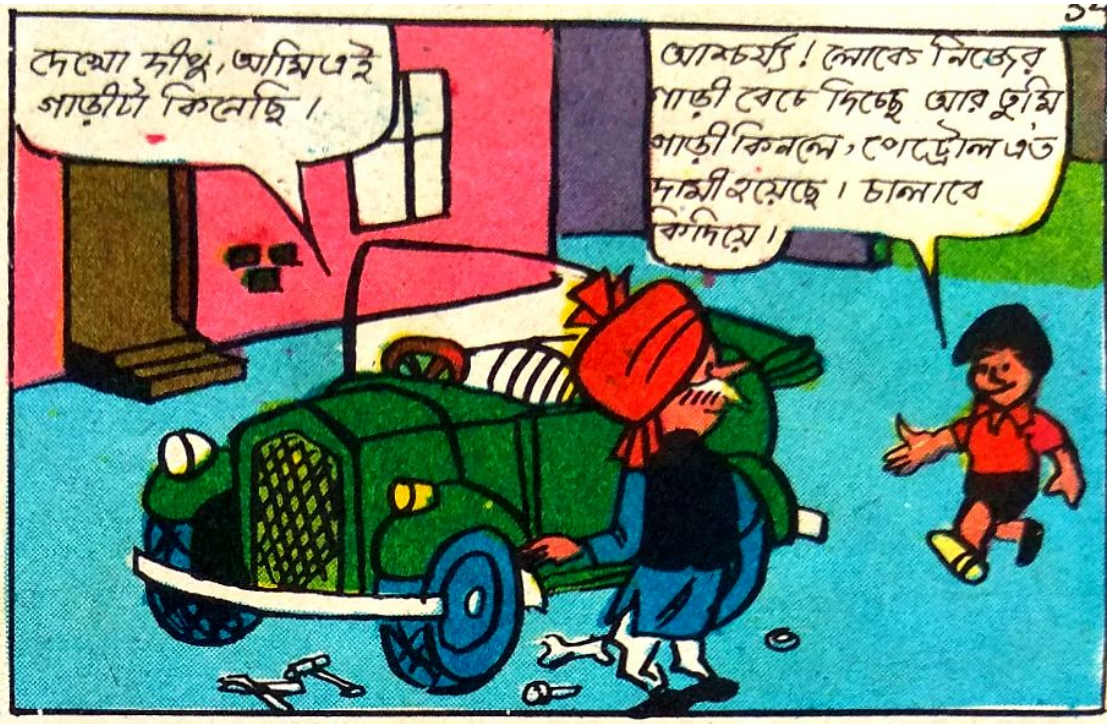
দেখো দীপু, আমি এই গাড়ীটা কিনেছি।
আশ্চর্য্য! লোকে নিজের গাড়ী বেচে দিচ্ছে আর তুমি গাড়ী কিনলে, পেট্রোল এত দামী হয়েছে। চালাবে কি দিয়ে।

তুমি ঠিক বলেছো। কিন্তু আমি এর ইঞ্জিন পাল্টে দিয়েছি এতে একটা মিনী জেনারেটর লাগিয়েছি এখন এটা পেট্রোলে না চলে ইলেকট্রিকে চলবে।

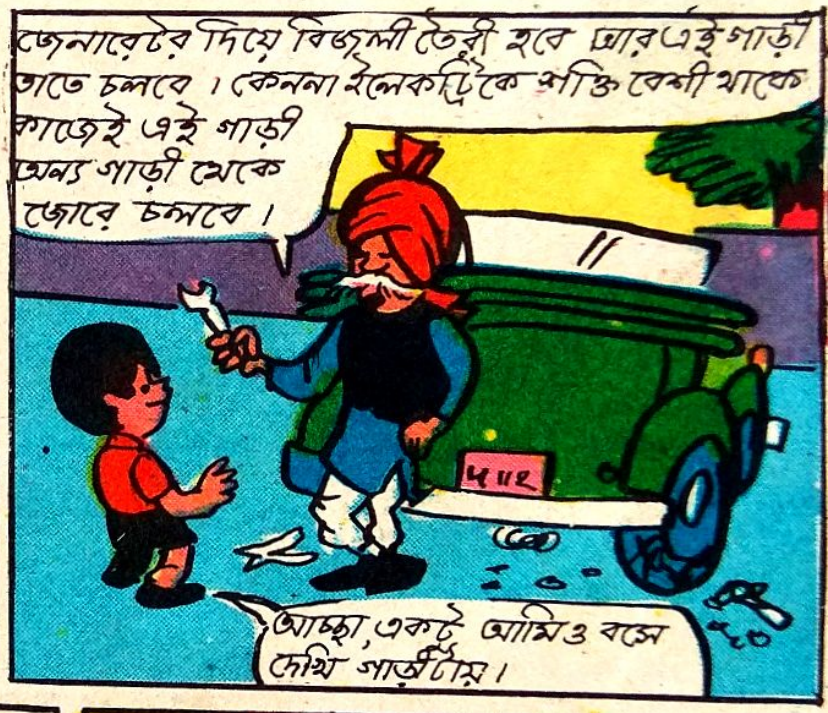
জেনারেটর দিয়ে বিজলী তৈরী হবে আর এই গাড়ী তাতে চলবে। কেননা ইলেকট্রিকে শক্তি বেশী থাকে কাজেই এই গাড়ী অন্য গাড়ী থেকে জোরে চলবে।
আচ্ছা, একটু আমিও বসে দেখি গাড়ীটায়।

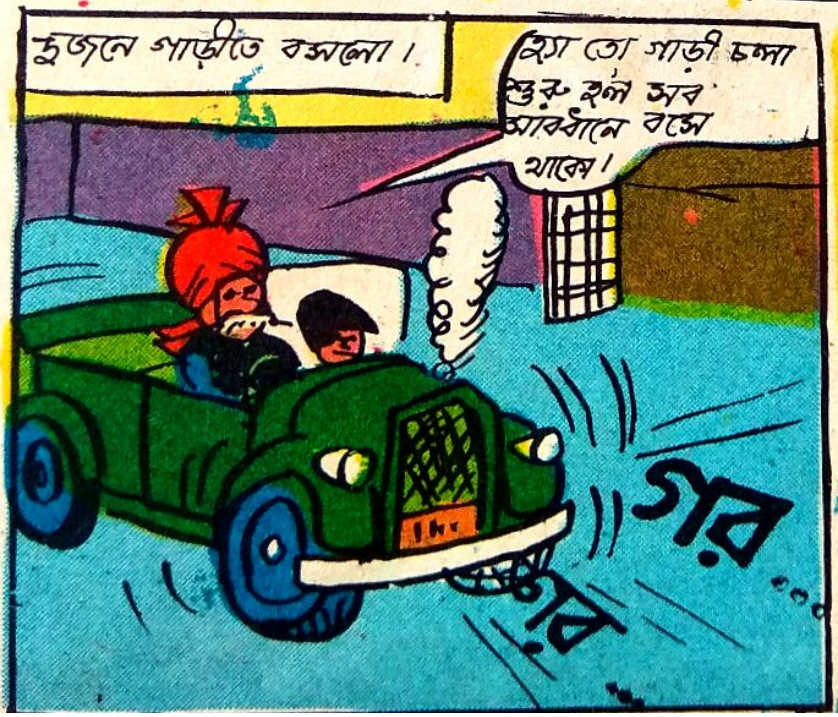
দুজনে গাড়ীতে বসলো।
হ্যাঁ তো গাড়ী চলা শুরু হল সব আরামে বসে থাকো।
গর গর

আরে এ তো সত্যি হাওয়ার মত ছোটে।

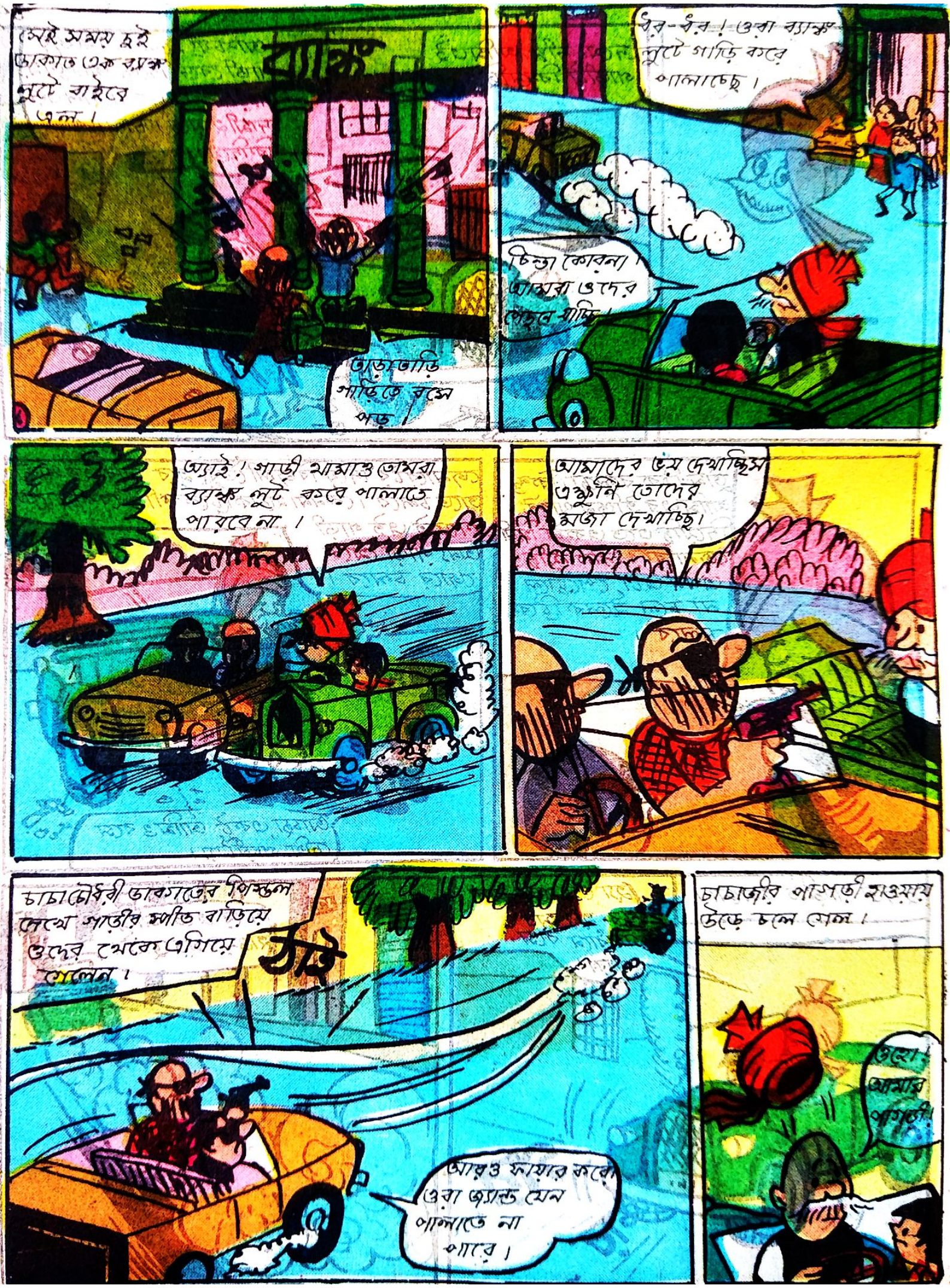
সেই সময় দুই ডাকাত এক ব্যাঙ্ক লুটে বাইরে এল।
ব্যাঙ্ক
তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে পড়।
ধর-ধর! ওরা ব্যাঙ্ক লুটে গাড়ি করে পালাচ্ছে।
চিন্তা কোরনা। আমরা ওদের ধরবে যাচ্ছি।
অ্যাই! গাড়ী থামাও তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করে পালাতে পারবে না।
আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস এক্ষুনি তোদের মজা দেখাচ্ছি।
চাচাচৌধুরী ডাকাতের পিস্তল দেখে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে ওদের থেকে এগিয়ে গেলেন।
ঠাই
আরও ফায়ার করো ওরা জ্যান্ত যেন পালাতে না পারে।
চাচাজীর পাগড়ী হাওয়ায় উড়ে চলে গেল।
ওহো! আমার পাগড়ী!

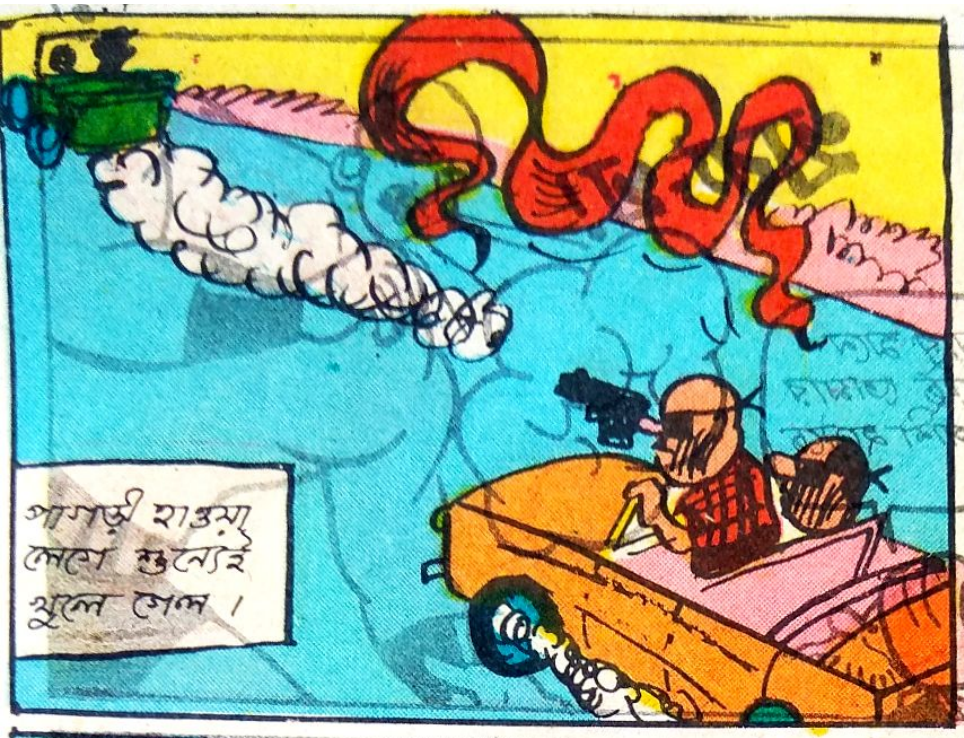
গাড়ী হাওয়া লেগে শুন্যেই খুলে গেল।

আর পেছনে আসা ডাকাতদের উপর গিয়ে পড়লো।
ওঃ এই ঝামেলার কাপড় কোথাথেকে এসে পড়লো? তোমরা ফায়ার করো।
কিকরে ফায়ার করি? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।

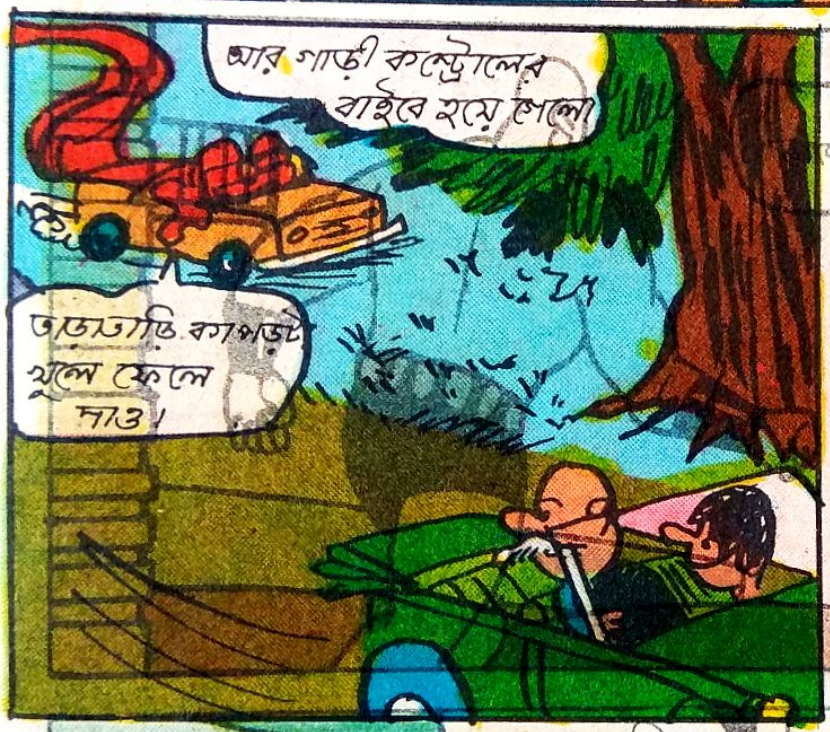
আর গাড়ী কন্ট্রোলের বাইরে হয়ে গেলো
তাড়াতাড়ি কাপড়টা খুলে ফেলে দাও।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
ধড়াম

ওদের গাড়ি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে চাচাজী চলুন গিয়ে দেখা যাক।
© PRAN'S FEATURES

হজন ডাকাতকে চাচাচৌধরী আর দীপু বাইরে বার করলো
ভলো ওহো আর আমাদের গাড়িতে বসো তোমাদের হাসপাতালে পৌঁছাই আর চাশমুলে

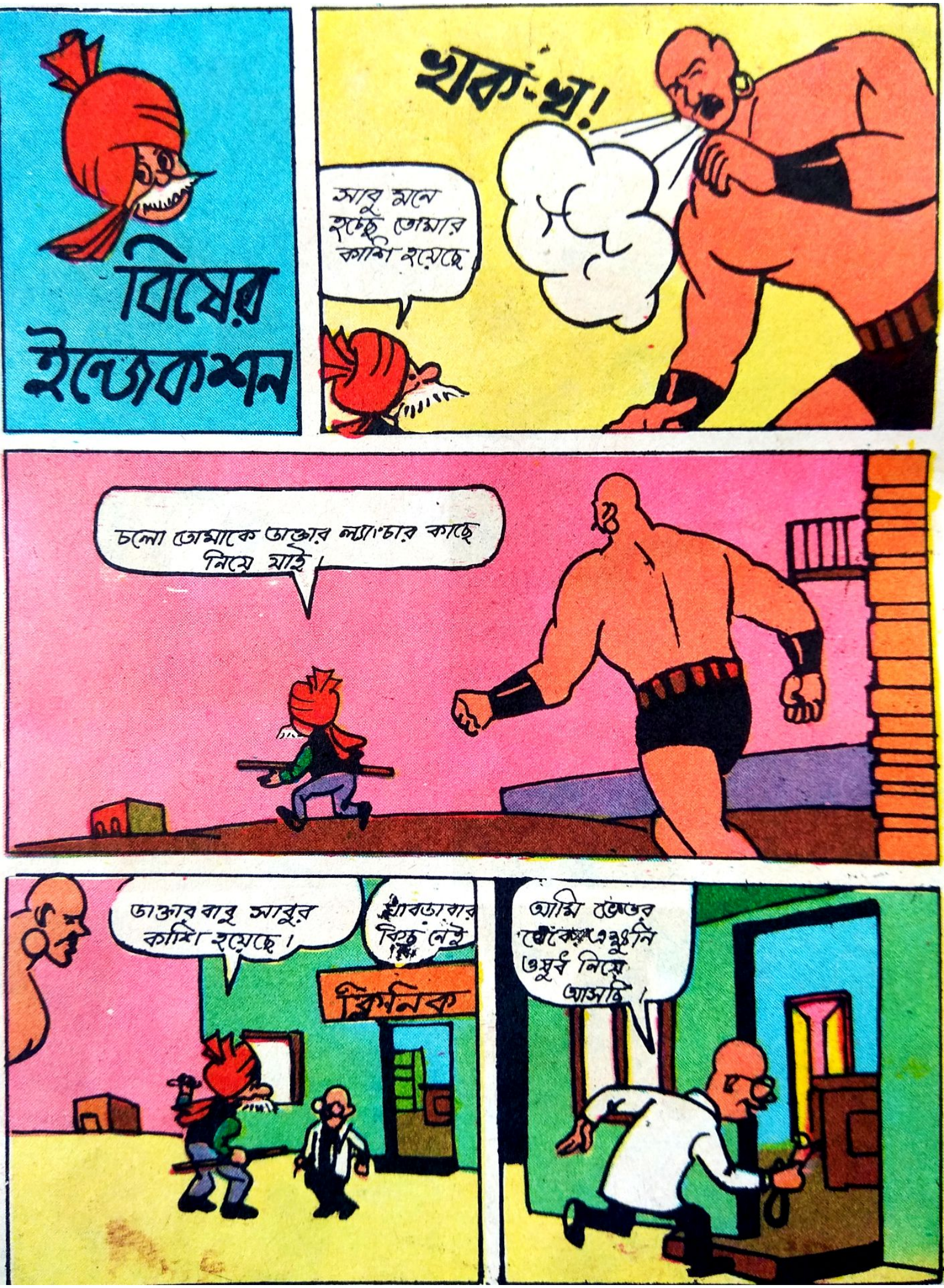
বিষের ইন্জেকশন
খক-খ!
সাবু মনে হচ্ছে তোমার কাশি হয়েছে
চলো তোমাকে ডাক্তার ল্যাংচার কাছে নিয়ে যাই।
ডাক্তার বাবু সাবুর কাশি হয়েছে।
ডাক্তারবাবু বিষ্টু নেই
ক্লিনিক
আমি ভেতর থেকে এখুনি ওষুধ নিয়ে আসছি।

ভেতরে যাবার পর।
ডাক্তার পেছনের দরজায়
কেউ তোমায় ডাকছে। চলো।
কিন্তু...
কিন্তু-টিন্তু চলবেনা। যাচ্ছ না তুলে ধরে যাব ?
যাচ্ছি-যাচ্ছি কলার ছাড়ো।
পেছনের দরজায়
গোবর সিং তুমি? কি আবার পায়ের গুলি বার করাতে এসেছ ?
না। এবার অন্য কাজ আছে।
সাবু তোমার কাছে চিকিৎসা করাতে এসেছে ওকে বিষের ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফ্যালো।
আমার কাজ রুগীকে বাঁচানো তাকে মারা নয়।
ডাক্তার ল্যাংচা! যদি তুমি বাঁচতে চাও তো ওকে মারতেই হবে। বুঝলে ?
বুঝে গেছি!

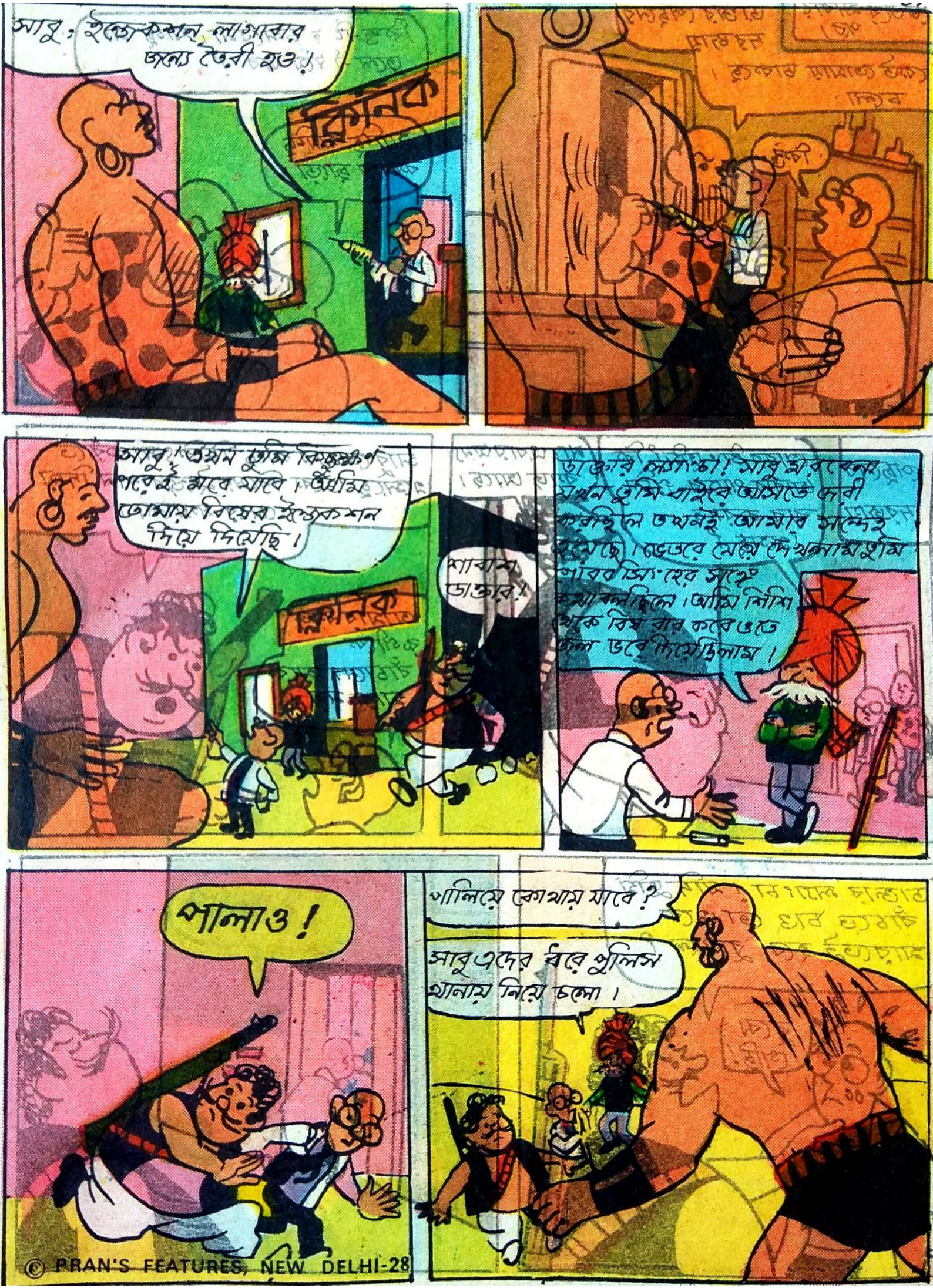

© PRAN'S FEATURES, NEW DELHI-28

বিনা পয়সার মাল
আরে লোটু! তুই কাজ কর্ম তো কিছু করিসনা, তবে তুই খেতে পাস কোথায়?
আমার এই পোষা পাখিটা বেচে থাক, তাহলেই আমার কোনও অভাব থাকবেনা।
যা আমার পাখি আমার জন্যে রুটি নিয়ে আয়।
পাখিটা আকাশে উড়ে শহরের চারপাশে চক্কর লাগালো।
রামু রুটি আর মাখন বিক্রী করে,
তাজা রুটি মাখন--নাও
তখনই পাখিটা ওপর থেকে ছোঁ মারলো।
আরে আমার পাউরুটি নিয়ে চলে গেল।
পাখিটা উড়তে উড়তে তাঁর মালিক লোটুর কাছে পৌঁছালো।
বাঃ রে আমার বাছা! নিয়ে এসেছিস রুটি, শাবাশ। যা এবারে মাখন নিয়ে আয়।

পাখিটা আকাশে উড়ে গিয়ে আবার একটা মাখন তুলে নিয়ে ফিরে এল।

নিরাশ রামু পুলিস থানায় পৌঁছালো।

হুজুর! একটা চিল আমার রুটি মাখন নিয়ে পালিয়ে যায়।

কোনও মানুষ যদি করতো তাহলে ওকে ধরে বন্ধ করে ফেলতাম। কিন্তু চিলের পেছনে কে ছুটবে?

যখন পুলিস কোনও সাহায্য করতে পারলোনা তখন আমার চাচাজীর কাছে যাওয়া উচিৎ।

চাচা চৌধরী দীপুকে তীর ধনুক চালানো শেখাচ্ছেন।

ঠিক করে লক্ষ্য করো.. ঠিক! এবার ছেড়ে দাও।

বা: বা: ঠিক জায়গায় লেগেছে।

চাচাজী, একটা চিল রোজ আমার রুটি মাখন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়।

এখন আমি দীপুকে তীর চালানো শেখাচ্ছি, একটু পরে এসে তোমার সমস্যা শুনবো

ওদিকে লোটু সব রুটি মাখন খেয়ে ফেলে।

এখনও পেটে খিদে আছে। যা আমার বাচ্চা, একটা রুটি আরও তুলে নিয়ে আয়।

পাখিটা আবার উড়ে এল আর আবার ছোঁ মেরে রুটি তুলে নিয়ে গেল।
দীপু এবার তীরটা আকাশের দিকে ছোড়ো ছিলা টানো আর তীর ছেড়ে দাও।
তীর ছুটলো আর ---
আরে দীপু তোমার তীরে চিলটা মরে গেল।
সে চিলটা আমার রুটি নিয়ে গেল ওটাকে আকাশ থেকে পড়তে দেখলাম। দেখিতো কোথায় পড়লো ?
চল রামু তোর সমস্যা সমাধান করি।
আপনাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না, সে চিলটা রুটি নিয়ে যেত ও আপনার তীরে মারা পড়েছে।
ওদিকে যখন লোটু খবর পেল।
আরে লোটু তোর চিলকে মেরে ফেলেছে।
কী? এবার আমি কী করে মরে যাব।

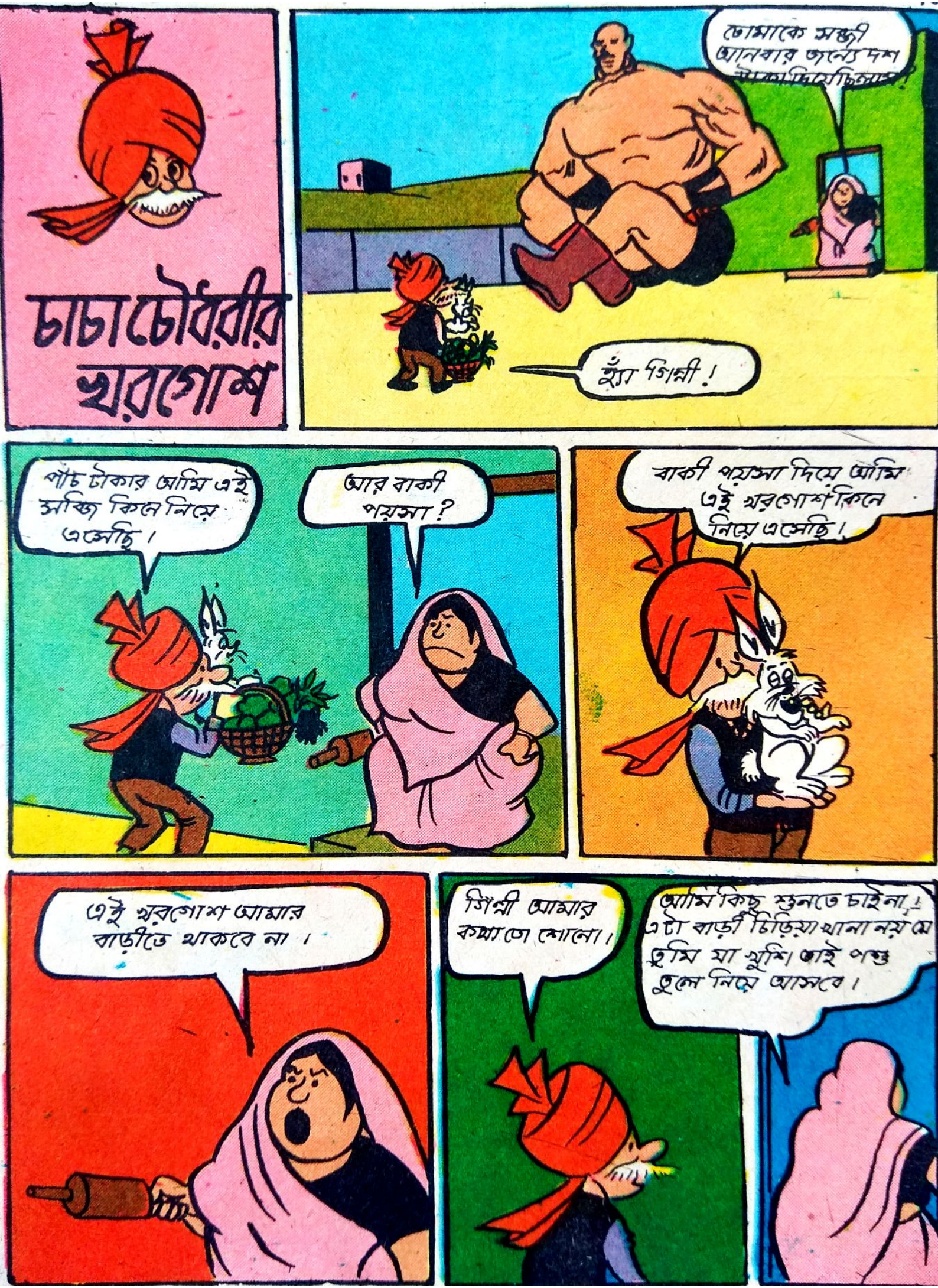
চাচা চৌধুরীর খরগোশ
তোমাকে সব্জী আনবার জন্যে দশ টাকা দিয়েছিলাম!
হ্যাঁ গিন্নী!
পাঁচ টাকার আমি এই সব্জি কিনে নিয়ে এসেছি।
আর বাকী পয়সা?
বাকী পয়সা দিয়ে আমি এই খরগোশ কিনে নিয়ে এসেছি।
এই খরগোশ আমার বাড়ীতে থাকবে না।
গিন্নী আমার কথা তো শোনো।
আমি কিছু শুনতে চাইনা। এটা বাড়ী চিড়িয়াখানা নয় যে তুমি যা খুশি তাই পশু তুলে নিয়ে আসবে।

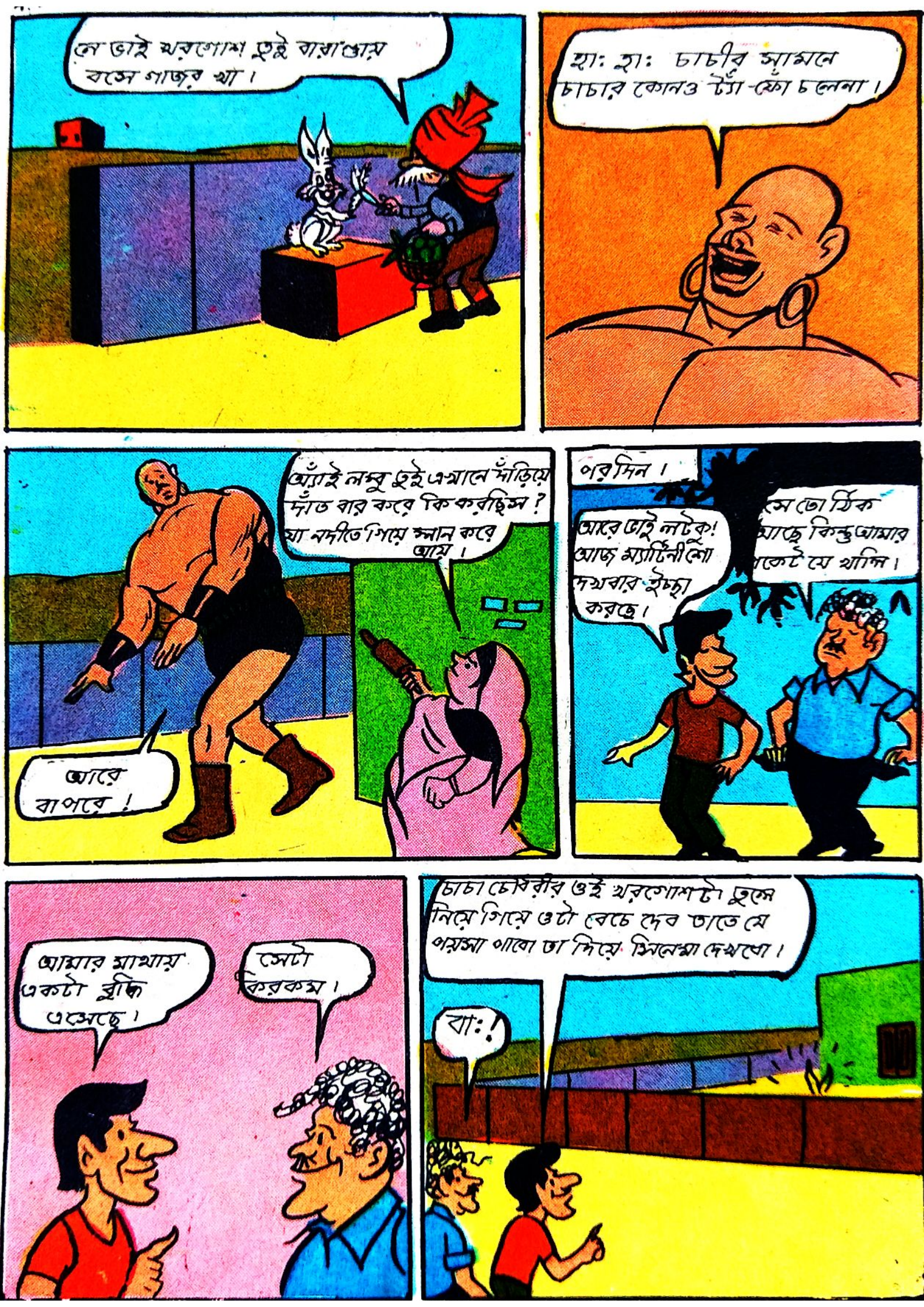
নে ভাই খরগোশ তুই বারান্দায় বসে গাজর খা।
হা: হা: চাচীর সামনে চাচার কোনও ট্যাঁ-ফোঁ চলেনা।
আঁ্যাই লম্বু তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে কি করছিস? যা নদীতে গিয়ে স্নান করে আয়।
আরে বাপরে!
পরদিন।
আরে ভোঁদু লটকু! আজ ম্যাটিনী শো দেখবার ইচ্ছা করছে।
সে তো ঠিক আছে কিন্তু আমার পকেট যে খালি।
আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।
সেটা কিরকম।
চাচা চৌধুরীর ওই খরগোশটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওটা বেচে দেব তাতে যে পয়সা পাবো তা দিয়ে সিনেমা দেখবো।
বা:!

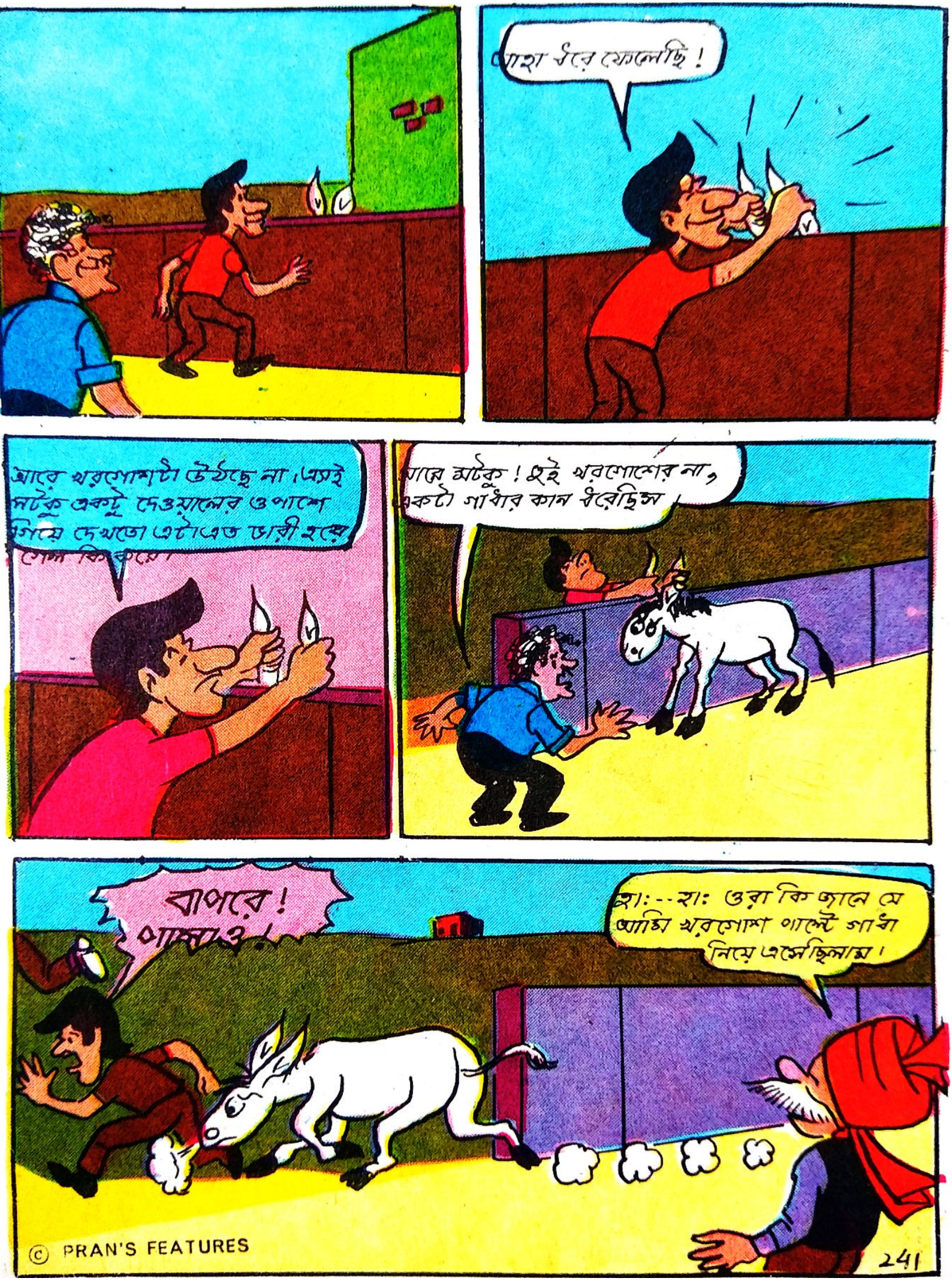
আহা ধরে ফেলেছি !
আরে খরগোশটা উঠছে না। এসো মটকু একটু দেওয়ালের ওপাশে গিয়ে দেখতো এটা এত ভারী হয়ে গেল কি করে !
আরে মটকু ! তুই খরগোশের না, একটা গাধার কান ধরেছিস !
বাপরে ! পালাও !
হা:--হা: ওরা কি জানে যে আমি খরগোশ পাল্টে গাধা নিয়ে এসেছিলাম।
© PRAN'S FEATURES
241

সোনার স্মাগলিং
এয়ারপোর্টের এক কাস্টমস অফিসার চাচা চৌধুরীর বাড়িতে।
কিছুদিন থেকে কাঠমান্ডু থেকে ভারতে সোনা স্মাগল হচ্ছে কিন্তু আমরা স্মাগলারকে ধরতে পারছিনা।
আপনি সব প্লেনের তল্লাশী করেন না কেন?
আপনি কি মনে করেন আমরা তল্লাশী নিই না। কাঠমান্ডু থেকে ওড়ার আগে পুলিস সমস্ত প্লেনের তল্লাশী করে তারপর প্লেন দিল্লী পৌঁছালে আমরা সেই প্লেনের আবার তল্লাশী নিই।
যদি এইরকম ব্যাপার হয় তাহলে আমি অবশ্যই দেখবো।
চাচা চৌধুরী আর দীপুকে প্লেনে করে কাঠমান্ডু পাঠিয়ে দেওয়া হল।
কাঠমান্ডু
এই সোনার পাচার নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোনও জঙ্গল থেকেই শুরু হয়।
দেখো! মনে হয় দুজন স্মাগলিং দলের মেম্বার। দীপু তুমি জোরে দৌড়াতে পার। তুমি ওদের মনোযোগ নিজেদের দিকে করো তারপর পালিয়ে আসবে।
আচ্ছা চাচাজী!

ওই দেখো ছোকরাটা আমাদের দেখে ফেলেছে।
ও গিয়ে পুলিস কে খবর দিক তার আগেই ওকে ধরে খতম করো।
কোথায় গেল ছোকরাটা?
ওমে একদম গায়েব হয়ে গেল!
চলো ফের ঃ আমাদের সোনার বাক্স গুলোর কাছে প্লেনের আসার সময় হয়ে গেছে।
ওদিকে যখন চাচাজী বাক্সগুলো খুলে দেখলেন তখন তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।
সোনা!
দীপু এই বাক্সে এত জায়গা আছে যে আমি আরামসে এর ভেতরে বসে থাকতে পারি।
দীপু দুটো বাক্স বন্ধ করে শহরের দিকে চলে গেল।
দুজন স্মাগলার ফের ঃ এল।
ভাগ্য ভালো সোনার বাক্স দুটো যেমন রাখা ছিল সেইরকম আছে।
© PRAN'S FEATURES

নির্দিষ্ট সময় একটা প্লেন উড়ে এল।

আহা! এসে গেছে আমাদের প্লেন।

একটু পরে একটা লম্বর নিচে ঝুলিয়ে দিল।

সোনার পোটলাটা ওর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল।

পোটলাটা ওপরে টেনে নিয়ে প্লেনটা আবার পূর্ণবেগে দিল্লীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

দিল্লীর কাছে এক জঙ্গলের মধ্যে।

আহা: এসে গেছে সোনা

জঙ্গলে বাক্সটা ফেলে দেওয়া হল।

এইবার অনেক মাল এসেছে মনে হয়। একটু খুলে দেখা উচিৎ।

আর যেই বাক্স খোলা হল

কে তুমি?

এক্ষুনি বলছি!

টিপ্পু

বাপরে গেছি!

সোজা এয়ার পোর্ট কাস্টম্‌স-এ চলো!

নোটে ভরা ব্যাগ
আরে লোটন, ওই ছেঁদিলাল আসছে। ওর ব্যাগে কমসেকম লাখ দুলাখ টাকা হবে। তুই ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যা।
স্টোর্স
কিন্তু ইয়ার মন্টু ওর চেঁচামেচিতে যদি লোক জড়ো হয়ে যায়?
আরে আমার পিস্তলের সামনে কে আসবে?
ঠিক আছে।
লোটন দৌড়ে গেল আর -
হায় আমার ব্যাগ!
খবরদার! যে সামনে আসবে তাকে গুলি করে দেব।
ধুম!
© PRAN'S FEATURES

বাঃ লোটন আমরা পাশ-পাট হয়ে গেলাম।
ঢকাস
উফ!
চাচাজী! ওরা আমার ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে।
এখান থেকে পালাও!
আরে বুড়োটা ব্যাগ নিয়ে কোথায় পালালো!
তুই ওদিকে দ্যাখ, আমি এদিকে দেখছি।
এদিকেই গেছিল ও।

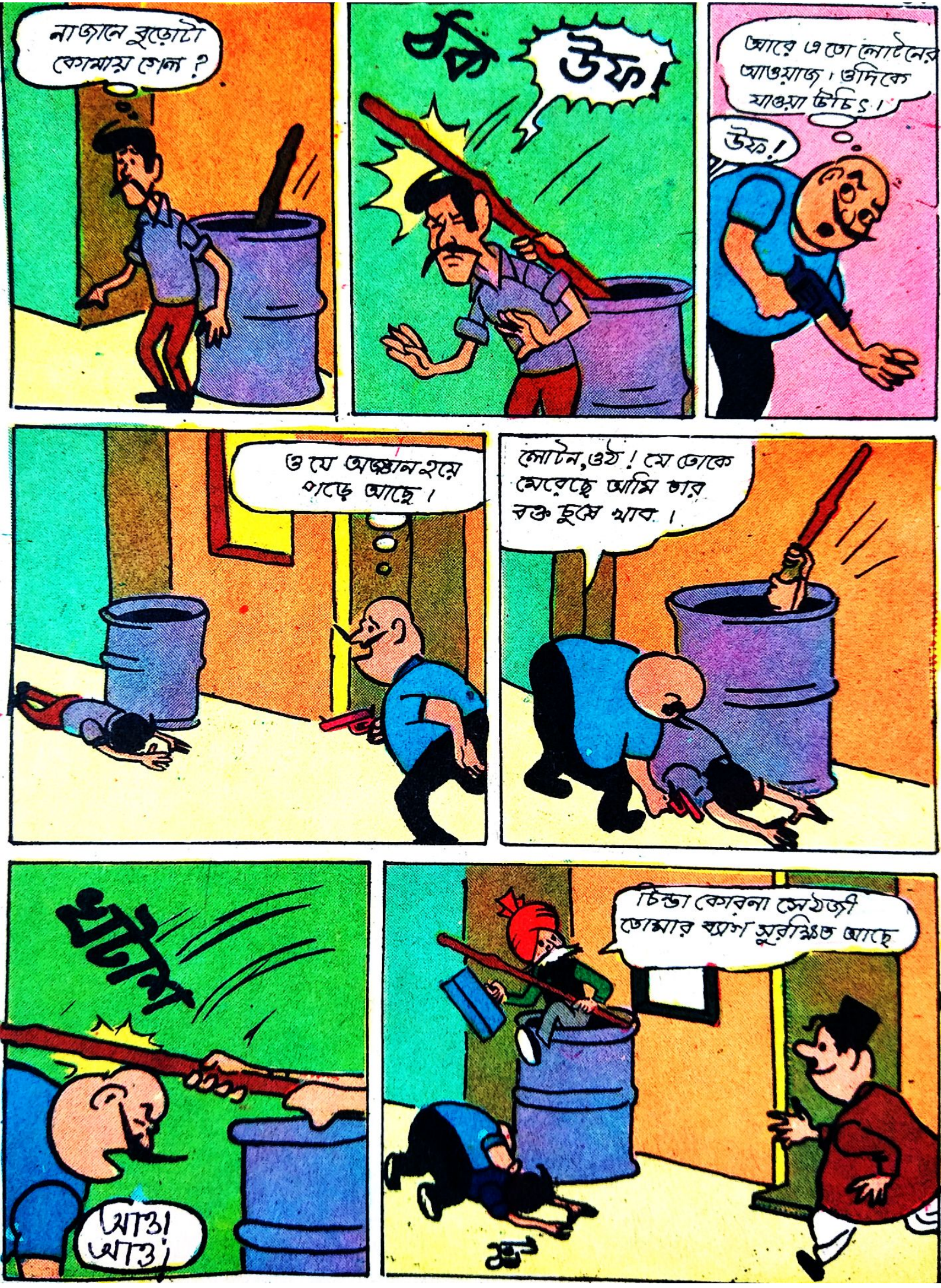
নাজানে বুড়োটা কোথায় গেল ?
উফ
উফ!
আরে এ তো লোটনের আওয়াজ। ওদিকে যাওয়া উচিত।
উফ!
ও যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
লোটন, ওই! যে তোকে মেরেছে আমি তার রক্ত চুষে খাব।
ধাম
আও আও!
চিন্তা কোরনা সেঠজী তোমার ব্যাগ সুরক্ষিত আছে

বিল্ডিংএ আগুন
চাচা চৌধুরী আর দীপু একবার দিল্লী বেড়াতে এলেন।
চাচাজী! দেখুন ছ'তলা বাস!
এখানে সব দশ-দশ তলা বিল্ডিং তো বাসও তো সেই হিসাবেই হবে।
বাপরে! দেখো রাস্তায় কত গাড়ী!
আমাদের মতো গ্রাম্যলোক এখানকার রাস্তাও পার করতে পারবেনা।
হঠাৎ!
আগুন! আগুন!
কোথায়!
ওই দেখো!
বাঁচাও! বাচাও!
আগুন!

© PRAN'S FEATURES

চার তলায়
এস বাচ্চারা! আমার কোলে এস। তাড়াতাড়ি কর সময় খুব কম।
যেই বাঁশটা দিয়ে এসে ছিলাম সেটা পুড়ে গেছে বিল্ডিংএর এই পাশে নরম মাটি আর বড় ঘাস লাগানো আছে। এখানেই লাফ দিতে হবে।
সবাই পেছনে সরে যাও! এক... দুই... আর তিন!
চার তলা থেকে লাফ দিলেন।
ধড়াম
আহ!
তখনই ফায়ার ব্রিগেড এল।
আগুন নেভাও! জল্দি নেভাও!
বাঃ! আশ্চর্য্য করে দিল গ্রামের লোকটা!
কি নাম তোমার?
যদিও না থাকতো তাহলে বাচ্চা দুটো বাঁচতো না।

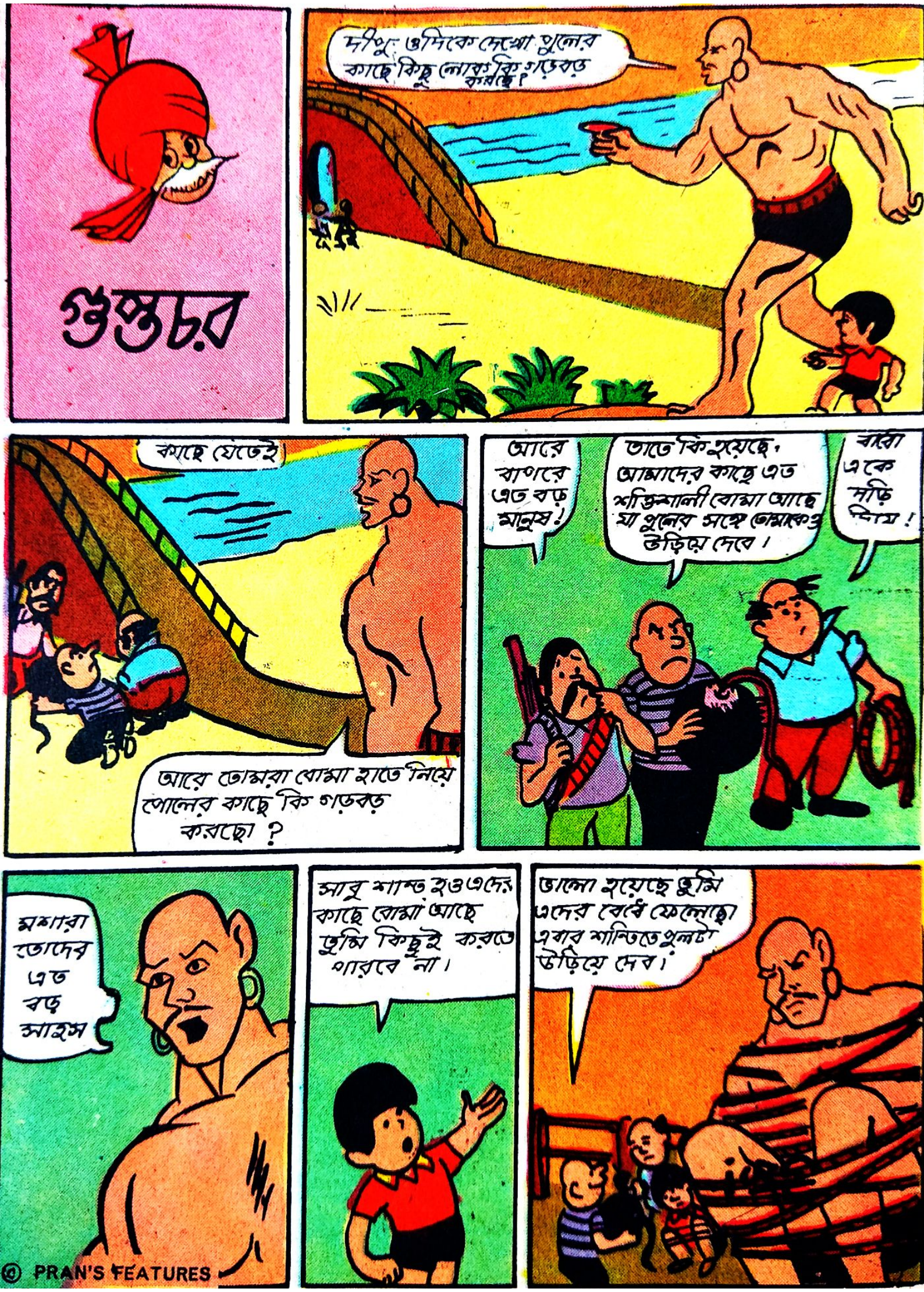
গুপ্তচর
দীপু ওদিকে দেখো পুলের কাছে কিছু লোক কি গড়বড় করছে?
কাছে যেতেই
আরে তোমরা বোমা হাতে নিয়ে পুলের কাছে কি গড়বড় করছো?
আরে বাপরে এত বড় মানুষ!
তাতে কি হয়েছে, আমাদের কাছে এত শক্তিশালী বোমা আছে যা পুলের সঙ্গে তোমাকেও উড়িয়ে দেবে।
বাবা একে সাড়ি দিয়ে!
মশারা তোদের এত বড় সাহস
সাবু শান্ত হও এদের কাছে বোমা আছে তুমি কিছুই করতে পারবে না।
ভালো হয়েছে তুমি এদের বেঁধে ফেলো। এবার শান্তিতে পুলটা উড়িয়ে দেব।
© PRAN'S FEATURES

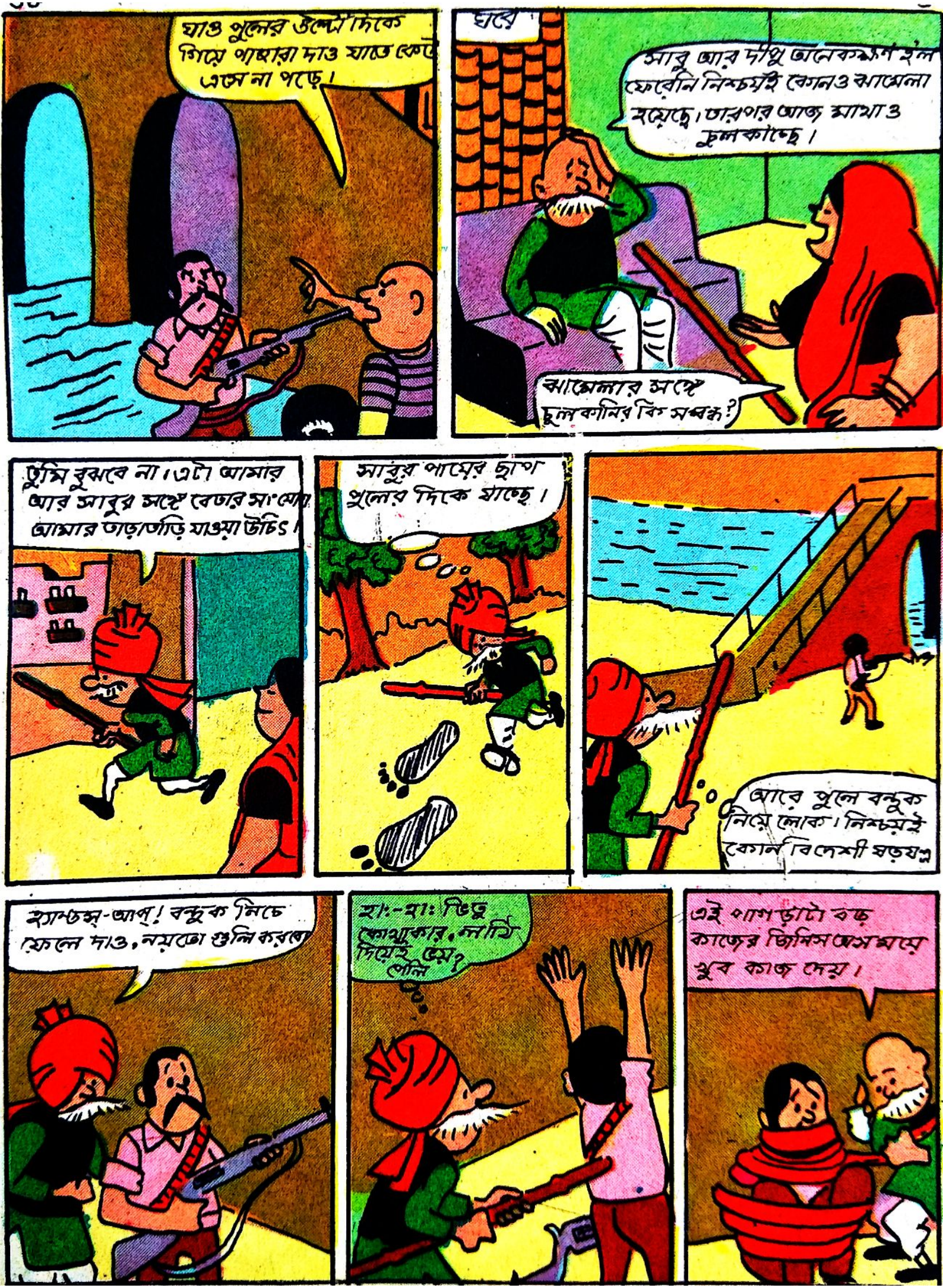
যাও পুলের উল্টো দিকে গিয়ে পাহারা দাও যাতে কেউ এসে না পড়ে।
ঘরে
সাবু আর দীপু অনেকক্ষণ হল ফেরেনি নিশ্চয়ই কোনও ঝামেলা হয়েছে। তারপর আজ মাথাও চুলকাচ্ছে।
ঝামেলার সঙ্গে চুলকানির কি সম্বন্ধ?
তুমি বুঝবে না। এটা আমার আর সাবুর সঙ্গে বেতার সংযোগ আমার তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিৎ।
সাবুর পায়ের ছাপ পুলের দিকে যাচ্ছে।
আরে পুলে বন্দুক নিয়ে লোক। নিশ্চয়ই কোন বিদেশী ষড়যন্ত্র
হ্যান্ডস্-আপ্! বন্দুক নিচে ফেলে দাও, নয়তো গুলি করব
হা:-হা: ভিতু কোথাকার, লাঠি দিয়েই ভয় পেলি
এই পাগড়ীটা বড় কাজের জিনিস যে সময়ে খুব কাজ দেয়।

চাচাজী !
শ-শ-চুপ!
নাও আমি বোমে আগুন দিয়ে দিয়েছি
তাড়াতাড়ি পুলে ফেলে দাও।
আরে বোমা
ওহো ভাগ্য ভালো বোমাটাকে আমি ধরতে পেরেছি।
যা ফেরও বিদেশীদের ওপর।
ধড়াম!
পুল বেঁচে গেছে।
চল ভাই সাবু, ওঠ এখন তোকে বিদেশী দের পুলিসে দিতে হবে।

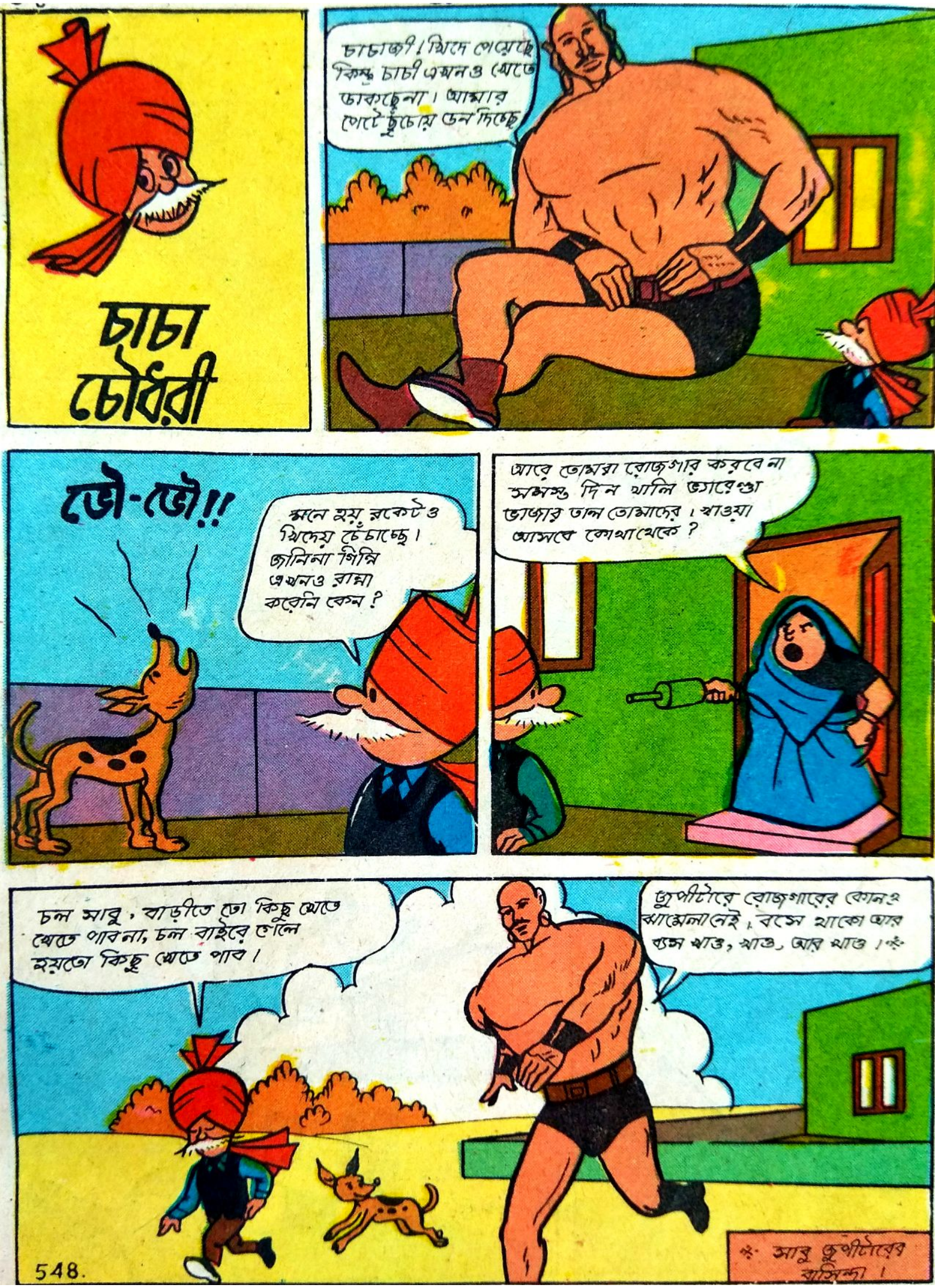
চাচা চৌধুরী
চাচাজী! খিদে পেয়েছে কিন্তু চাচী এখনও খেতে ডাকছেন না। আমার পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে
ভৌ-ভৌ!!
মনে হয় রকেটও খিদেয় চেঁচাচ্ছে। জানিনা গিন্নি এখনও রান্না করেনি কেন?
আরে তোমরা রোজগার করবে না সমস্ত দিন খালি ভ্যারেণ্ডা ভাজার তাল তোমাদের। খাওয়া আসবে কোথাথেকে?
চল সাবু, বাড়ীতে তো কিছু খেতে খেতে পাবনা, চল বাইরে গেলে হয়তো কিছু খেতে পাব।
ছুপীটারে রোজগারের কোনও ঝামেলা নেই, বসে থাকো আর ব্যস খাও, খাও, আর খাও।*
* সাবু ছুপীটারের বাসিন্দা।
548.

হো: হো: !! আমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। আমার থেকে কেউ জিততে পারবে না।
?
আরে মোটু! গর্ব করতে নেই। গুরুজনরা বলে গেছেন যে অহংকার করলে পতন অবশ্যই।
চাচা চৌধুরী তুমি মিথ্যা কথা বলছো। অহংকারের মাথা সবার চেয়ে উঁচু হয়। দেখো আমি উঁচুতে বসে আছি।
সাবু! মোটুকে গুরুজনদের উপদেশ বোঝাও।
© PRAN'S FEATURES

ধড়াক!
সাবু, এই নাও একশ টাকা গিয়ে জিলিপী খাও।
খোট্টু আমি তোকে মারলাম আর তুই আমাকে টাকা দিচ্ছিস
আসলে আমার গিন্নী সব দরজা জানলা বন্ধ করে রেখেছিল আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। এই জন্যে আমি এই কাঁয়দা করলাম।

ডায়মন্ড কমিকসে ডায়নামাইট সিরিজের নতুন অত্যন্ত রোমাঞ্চক কমিকস্